দীক্ষা অর্চ্চন-বিধি

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

ষষ্ঠ সংস্করণ

শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, ৫২৪ গৌরাব্দ

২৪শে বৈশাখ, ১৪১৬

প্রাপ্তিস্থান

(১) শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মন্দির, নন্দনাচার্য্য ভবন,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(২) শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাশ্রম, ২৩ নং ডাক্তার লেন,
কলকাতা - ১৪

(৩) শ্রীনিবাস গৌড়ীয় মঠ, কেশিয়াকোল,
বাঁকুড়া

(৪) ইম্‌লিতলা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান গদি,
সেবাকুঞ্জ মহল্লা, পোঃ-বৃন্দাবন
জিঃ - মথুরা

(৫) দিল্লী গৌড়ীয় সঙ্ঘ, ৩এ/৮০ ডব্লিউ, ই, এ,
করোলবাগ, নিউ দিল্লী - ৫

মুদ্রাকর ঃ

ত্রিদণ্ডীস্বামী—শ্রীভক্তি অমৃত অবধূত মহারাজ
শ্রীনিবাস গৌড়ীয় মঠ, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া
জ্যোতি অফ্‌সেট, বাঁকুড়া হইতে মুদ্রিত।

বর্তমান মুদ্রাকর ঃ

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীভক্তি প্রসাদ সাধু মহারাজ।

ভিক্ষা—   টাকা।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দীক্ষা অর্চ্চন-বিধি

সমগ্র ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য প্রদেশে সনাতন-ধর্মের প্রচারক-বর
শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

মহারাজের অনুকম্পিত
বর্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ

কর্তৃক সম্পাদিত

এবং

সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তি অমৃত অবধূত মহারাজ

কর্তৃক

শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়—'শ্রীনন্দনাচার্য ভবন'
শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকারের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্বাণী

(দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, ২৫শে মাঘ, ১৩৩৫)
তারিখের সংখ্যা হইতে সংগৃহীত)

"সুদূর হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গাবস্থিত কাশ্মীর হইতে ভারতসাগরের তটদেশ পর্যন্ত এই বৃহৎ ভারতবর্ষে 'ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে' কে না চেনেন? তিনি গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতি, কিন্তু সম্পাদক হইলেও তিনি সাধারণ বেতনভোগী ভৃত্য নহেন। তিনি বদান্যবর এবং নিত্যানন্দান্বয় অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণোত্তম। শ্রীনিত্যানন্দের বিভিন্ন শাখায় যেরূপ শূদ্রের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সামাজিক নিম্নস্তরের ভাববিজড়িত, শ্রীভক্তিসারঙ্গের বংশে সেরূপ অকৌলিন্য বা আভিজাত্য-বিগর্হিত কোন ক্রিয়াকলাপই অদ্যাবধি পরিদৃষ্ট হয় নাই। তাই বলিয়া তিনি কেবল ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্তসমাজের অধিনায়ক বিশেষরূপে আত্মমর্যাদা স্থাপনে উদ্‌গ্রীব হন নাই। তাঁহার আভিজাত্য ও বংশ মর্যাদা তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া উদরপূজক সম্প্রদায়ের অন্যতমত্বে পরিণত করে নাই। কাশীর 'ব্রাহ্মণ' নামধারী সম্মিলনে যোগদান করা

তিনি পরমার্থ-বিদ্বেষ ব্যতীত অপর কিছু নহে মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত সমস্বরে বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিতে পারেন নাই। শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রভুর আরাধ্য শ্রীগৌরসুন্দরের অযথা নিন্দাবাদ এবং মৎসরতামূলক প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীচৈতন্যের প্রতি কুভাবপোষক ভট্টপল্লী-নিবাসী জনৈক পণ্ডিতের হৃদ্‌গত মলিনতা বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার যে অহৈতুকী চেষ্টা তাহা গৌড়ীয় পাঠকবর্গের অবিদিত নাই।

শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ধারায় সর্ব্বোত্তম উজ্জ্বল-রত্ন। তাঁহার বৈরাগ্য শ্রীনিত্যানন্দের প্রচারিত পথের পূর্ণ প্রকাশ। তিনি শাস্ত্রোচিত গৃহস্থধর্মে অবস্থিত হইয়াও প্রকৃত গোস্বামী এবং কৃষ্ণেতর বস্তুতে স্বভাবতই বিরক্ত। তাঁহার গুণগ্রাহী শ্রীচৈতন্য মঠ ও তাহার শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠপ্রমুখ অষ্টাবিংশ মঠের সকল সেবকই তাঁহার প্রতি পরম শ্রদ্ধাবন্ত।

শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রভু সংস্কৃত, ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় যেরূপ অধিকারসম্পন্ন, তাহার নমুনা সকলেই গৌড়ীয়ের পাঠকসূত্রে, ত্রিদণ্ডী প্রচারকগণের পৃষ্ঠপোষকসূত্রে তাঁহার বাগ্মিতা আসমুদ্রহিমাচল আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের অনেকেই অবগত আছেন।

তাঁহার পবিত্র চরিত্র, নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ভাব ও কৃষ্ণে ঐকান্তিকতা শ্রীগৌরসুন্দরে অগাধ প্রেম, ভাগ্যবন্ত শ্রীগৌড়বাসীগণ সকলেই ন্যূনাধিক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

তাঁহার উদ্যমশীলতা, অরুণোদয় হইতে নিশীথ পর্যন্ত সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কল্যাণের জন্য; কৃষ্ণকার্যের সেবা-প্রবৃত্তি অতুলনীয় বলিয়াই তিনি 'অতুল' নামের সার্থকতা সাধন করিতেছেন।

তিনি চন্দ্রের দোষাকার মুছাইয়া দিয়া শশকলঙ্কের পরিবর্তে কৃষ্ণপ্রেম কলঙ্কিনীর একায়ন পদ্ধতিতে মহাসমৃদ্ধ। এজন্য স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা-বিতরণকারী শশধরেরও যে কলঙ্কারোপ, তাহা গৌরচন্দ্রের একান্ত অনুগত অতুলচন্দ্রের চন্দ্রত্বের সার্থকতা হইয়াছে।

যিনি যাবতীয় বন্দ্যবৈষ্ণবগণের উপাধ্যায়। তিনি ঋষিনীতির একমাত্র উদ্ধারকর্তা। তাঁহার হার্দ্দী চেষ্টাই শ্রীচৈতন্য-মঠের পরবিদ্যাপীঠ শাখার সঞ্জীবনী শক্তি। তিনি গোস্বামীকুলধুরন্ধর ও স্বয়ং প্রকৃত গোস্বামী। তিনি ভক্তিসার ও পরম পারদর্শী বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ তাঁহার স্বরূপে ভক্তিসারঙ্গ-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়াছেন। এই পারমার্থিক-প্রবরের শ্রীচরণকমল-শোভা দর্শনে শুদ্ধবৈষ্ণবজগৎ মুগ্ধ।

তিনি বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একজন অন্যতম সম্পাদক। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমদ্ভাগবতের সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতম। তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবজগতের আদর্শগণের অন্যতম ও শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণের অনুগত, সুতরাং জগদ্‌বরেণ্য।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

'মুখবন্ধ'

চৌরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যবশে এই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া, পূর্ব সুকৃতিফলে মহতের সঙ্গপ্রভাবে শ্রীহরির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া জীবের স্বরূপোপলব্ধির সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তিনি ভগবৎ-আরাধনাই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করেন।

অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন, কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিভয় বিনাশক শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, জীবের কল্যাণের জন্য প্রবর্ত্তন করেন। নবধা-ভক্তির মধ্যে শ্রীনামসংকীর্তনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা জীবের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। তবে কোমল-শ্রদ্ধা সাধকের, বিশেষ করিয়া গৃহাশ্রমীর পক্ষে অর্চ্চনমার্গ মুখ্যরূপে পরিগণিত। এমন কি যাঁহার গৃহে কেশবার্চ্চন নাই—সে গৃহে অন্নাদি ভোজন নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। গৌড়ীয়-দর্শনাচার্য পতিতপাবন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তদীয় "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে ভক্তির মুখ্য পঞ্চাঙ্গের মধ্যে অর্চ্চনকেও গণনা করিয়াছেন। আগমোক্ত আবাহনাদি ক্রমবিশিষ্ট কৃত্যবিশেষকে অর্চ্চন বলে। অর্চ্চনভক্তিতে শ্রদ্ধা থাকিলে মন্ত্রবিদ্ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করতঃ অর্চ্চন বিষয়ক বিধি বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করা দরকার। যদিও ভাগবত মতে, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্র বিহিত অর্চ্চনমার্গের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই, তথাপি দেহাদি সংসর্গবশতঃ কদর্যস্বভাব বিক্ষিপ্ত-চিত্ত জীবগণের ঐ সকল বৃত্তির সঙ্কোচীকরণের নিমিত্তই মহর্ষি শ্রীনারদ

প্রভৃতি মহাজনগণ অর্চ্চনমার্গে বিশেষ মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। দিব্যজ্ঞান প্রদাতা শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিয়া মনুষ্যমাত্রেই শ্রীহরির অর্চ্চন করিতে পারেন।

শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

পরমার্চ্চনীয়, গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ "দীক্ষা অর্চ্চন বিধি" নামক গোলোকের বৈভব ভাণ্ডারের রত্নস্বরূপ এই গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা শ্রদ্ধালু জীবসমূহের ভগবৎ আরাধনার পদ্ধতি ব্যক্ত করিয়া সাধকমাত্রেরই কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

ভক্তসমাজে এই গ্রন্থরত্নের ষষ্ঠ-সংস্করণের বিশেষ আবশ্যক বিধায় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রেরণায় বর্তমান সংঘাচার্য্য শ্রীমৎ ভক্তি প্রসাদ সাধু গোস্বামী মহারাজের চেষ্টায় প্রকাশিত হইল।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন
গোস্বামী মহারাজ

প্রকাশকের নিবেদন

সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত পরমার্থ শিক্ষামন্দিরে প্রবেশ করা যায় না। মনীষা প্রভাবে মানব ইহজগতের কোন কোন বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষকের সহায়তা ব্যতীত লাভ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু যেরূপ সূর্য্যালোক ব্যতীত সূর্য্য দর্শন সম্ভবপর নহে তদ্রূপ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীভগবান বা তাহার কৃপাসমৃদ্ধজনের করুণা ব্যতীত শ্রীভগবৎ-সূর্য্য দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয় না। সূর্য্যলোক হইতে যেমন সূর্য্যালোক ইহজগতে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত ভগবৎধাম হইতে বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ যুক্ত পরম গুহ্য অপ্রাকৃত জ্ঞানালোক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যাঁহার মধ্য দিয়া এই অপ্রাকৃত আলোক অবতীর্ণ হন, তিনি শ্রীগুরুদেব। তিনি এত কৃপাময় যে, মুক্তকুল শিরোমণি হইয়াও জীবোদ্ধারের জন্য ইহ-জগতে আগমন করিয়া স্বয়ং সাধকের বেশ ধারণ করেন এবং সাধন দ্বারা কি প্রকারে নিত্য ভগবৎ সেবা করিতে হয় তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন। ঈদৃশ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দিব্য বা অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভই 'দীক্ষা'। দীক্ষার ফলে পাপ, পাপবীজ, অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। এইজন্যই শাশ্বত-শাস্ত্রকার বলেন—

> **"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।**
> **তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"**

দীক্ষা-লাভ ব্যতীত ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার পাইয়া নিত্য ভগবৎ-সেবানন্দ লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। পরমার্থ লাভার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই দীক্ষালাভ অবশ্য এবং সর্বপ্রথম কৃত্য। তজ্জন্য শ্রীভগবান স্বয়ং যখন অবতীর্ণ হন, তখন তিনিও লোকশিক্ষার জন্য গুরুপাদপদ্ম হইতে দীক্ষালাভের অভিনয় করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের এবং শ্রীগৌরসুন্দরের

ভৌমলীলা আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। গয়ায় শ্রীল ঈশ্বরপুরী-পাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—

"সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ্ তোমারে।।

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত-রস পান।
আমারে করাও তুমি—এই চাহি দান।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ)

যে মুক্ত কুলের ভিতর দিয়া দিব্যজ্ঞান ধারা ক্রম পন্থায় চলিয়া আসিতেছে, তাঁহারা 'গুরু পরম্পরা' সংজ্ঞায় অভিহিত।

এদিকে যেমন কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে দীক্ষালাভ না হইলে গোলোক বৈকুণ্ঠে যাইবার দ্বিতীয় পন্থা নাই, অপরদিকে অতত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণানুশীলনরহিত লৌকিক বা কুল-গুরুর নিকটে দীক্ষালাভের একটা অভিনয় মাত্র হইলেও কোন প্রকার সুবিধা হইবে না। দীক্ষা গ্রহণ কার্য্যে শ্রীহরিভক্তি বিলাসে 'শ্রীগুরু-শিষ্য পরীক্ষা' প্রসঙ্গে যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে অনুসরণীয়।

ত্রিদণ্ডীভিক্ষু—

শ্রীভক্তিঅমৃত অবধূত

প্রণতঃ

বর্তমান সঙ্ঘাচার্য্য

শ্রীভক্তিপ্রসাদ সাধু গোস্বামী মহারাজ

৮-৫-২০০৯

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দীক্ষা ও অর্চ্চন-বিধি

মঙ্গলাচরণ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূণ্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবম্
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

শ্রীগুরু-প্রণাম

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

শ্রীগুরু বন্দনা

শ্রীধামমাহাত্ম্যপ্রকাশকৃত্যে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত গিরাং প্রচারে।
গুর্ব্বানুগত্যং দধতো সদৈব যস্য প্রচেষ্টাখিলচিত্তলগ্না।
বাগ্মীপ্রধানো প্রবরো বুধানাং যো ভক্তিসারঙ্গ পদাশ্রয়শ্চ
অপ্রাকৃতাখ্যো দ্বিজবন্দ্যো-বংশ সাধুচিতাশেষ গুণৈকবাসঃ।
শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী-নামা বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে।।

শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।।
মাধুর্য্যোজ্জ্বল্যপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগ-ভক্তি দ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে।।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রণতি

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্বোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রণতি

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে।।

শ্রীল জগন্নাথ প্রণতি

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ।।

শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

দীক্ষা

বল্গাহীন বেগবান মত্ত অশ্বের গতিরোধ করা কষ্টকর, তাহার ক্রিয়কলাপ ভীতিজনক ও ক্ষতিকর এবং এইরূপ অশ্বকে মানবের কাজের উপযোগীভাবে নিয়ন্ত্রিত করাও সহজ নহে। প্রাকৃত জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, এইরূপ ঘোটক্কে মানবের মঙ্গলকর কার্যে নিযুক্ত করিতে হইলে শক্ত লাগাম এবং উপযুক্ত আরোহীর আবশ্যকতা আছে। পৃষ্ঠারূঢ় নিপুণ আরোহীর ইঙ্গিত অনুসারে চালিত অশ্ব জগতের ক্ষতিকর না হইয়া লাভজনক কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে।

অদীক্ষিত মনোধর্মী প্রমত্ত মনের খেয়ালের বশীভূত হইয়া বল্গাহীন ও আরোহীন ঘোটকের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলচিত্তে ইহজগতে নিজের ও পরের অনিষ্ট সাধন করিয়া জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি করে। তাই নিখিল শাস্ত্র, নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী সকলকেই সদ্গুরু-পাদপদ্মাশ্রয়ে দিব্যজ্ঞান-লাভের জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব আমাদের দুর্দ্দান্ত কামবৃত্তিগুলিকে কঠিন বিধিরূপ বল্গা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদিগকে আমাদের ও বিশ্বের মঙ্গলের পথে চালিত করেন। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাদি দোষচতুষ্টয়যুক্ত বদ্ধজীব আমরা; অন্ধের ন্যায় নিজের মঙ্গলপথ নিজে দেখিতে পাই না, সুতরাং চক্ষুষ্মান্ মহাত্মার আনুগত্যের আবশ্যক আছে।

দীক্ষা দ্বিবিধা—(১) বৈদিকী, (২) বেদানুগা। যোগ্যজ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজের দীক্ষা 'বৈদিকী'। ব্রহ্মযামল বলেন, কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই।

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রাকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেন শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা।।

কলিকালে ব্রাহ্মণগণের যোগ্যতার অভাবনিবন্ধন আগমমার্গ দ্বারাই তাঁহাদের শুদ্ধি হইয়া থাকে।

বেদানুগা দীক্ষা দ্বিবিধা—(ক) পৌরাণিকী ও (খ) পাঞ্চরাত্রিকী। অযোগ্য ব্যক্তিকে অধিকারী জ্ঞানে "পৌরাণিকী দীক্ষা" প্রদত্ত হয় এবং অনধিকারী বিচারে ভাবি-যোগ্যতা লাভে উদ্দেশ্যে "পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা" প্রদত্ত হয়। এই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাই কলিকালে মহাজনগণের অনুমোদিত। ইহাতে জীবমাত্রেরই অধিকার আছে। অনধিকারী ব্যক্তি এই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দ্বারাই কলিকালে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস দীক্ষার অনুকূলে আগমবিধির কথাই সমর্থন করেন।

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।"

যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষা বিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক উপনয়ন সংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে। দীক্ষাকালেই অনধিকারী মানবের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়। দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাঁহার মধ্যকালীয় মৌঞ্জিবন্ধনাদি অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে না।

(নারদ-পঞ্চরাত্র ভরদ্বাজ সংহিতায় ২/২৪)

স্বয়ং ব্রহ্মাণি নিক্ষিপ্তান জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ।।

বৈষ্ণব স্মৃতিও সমাজ স্থাপন উদ্দেশ্যে। সেইজন্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীকৃত সৎক্রিয়াসারদীপিকা গ্রন্থে দীক্ষা গ্রহণান্তর উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার তীব্র বাসনা সৌভাগ্যক্রমে যাঁহাদের হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহারা ব্যবহারিক জগতে কতকগুলি লৌকিক আচার ব্যবহারের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ভাগবত-ধর্ম অনুশীলন করেন। ভগবান অজ্ঞজনগণেরও অনায়াসে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই ভাগবতধর্ম।

নব যোগেন্দ্রের অন্যতম কবি—মহারাজ নিমির "আত্যন্তিক ক্ষেম কি?'—এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে বলেন,—"হে রাজন্, এই সংসারে পাঞ্চভৌতিক-দেহাদি অসৎ-পদার্থে আত্মবুদ্ধি নিবন্ধন নিরন্তর ত্রিতাপসন্ত্রস্ত মানবগণের পক্ষে ভগবান শ্রীহরির চরণকমলের আরাধনাই সর্ব্বভয়-বিনাশন বলিয়া মনে করি।"

বাস্তব-সত্য পরমেশ্বর-বস্তু অপরিচ্ছন্ন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে 'ভয়' নামক বৃত্তিটি অনাত্ম-প্রতীতিতে সেবোন্মুখতারহিত জনগণের চিত্ত উদিত হয়। অকুতোভয় ভগবতপাদপদ্ম-সেবনে কোন প্রকার ভীতির কারণ নাই। যাহারা ভগবত-সেবাবিমুখ হইয়া অনিত্য ভোগ-পিপাসায় রত, তাহাদের চাঞ্চল্য নিত্যত্বের ব্যাঘাত করে। দেহ, গেহ, কুটুম্ব প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া যে নশ্বর ভোগ প্রভৃতি বদ্ধজীবকে উদ্বেগ প্রদান করে, কৃষ্ণানুশীলনে ঐ সকল অমঙ্গল সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ
স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।"

যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়, ভগবানের মায়াবলে তাহারই স্বরূপ বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইলে 'আমি দেহ' এইরূপ বুদ্ধিবিপর্যয়, তাহা হইতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ উপাধিভূত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার ও তাহা হইতে যাবতীয় ভয়ের উপস্থিত হয়ে থাকে; সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি গুরুদেবকে আরাধ্যদেবতা ও প্রিয়তমজ্ঞানে কামনা রহিত হইয়া অনন্যভক্তিসহকারে সেই ভগবানকে আরাধনা করিবেন। হরি-বিমুখজনের ভগবন্মায়া দ্বারাই আত্মভিন্ন স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্যয়, স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ স্মৃতিভ্রংশ হইয়া থাকে। অবয়জ্ঞান হইতে পৃথক হইয়া দ্বিতীয়-অভিনিবেশক্রমে ভেদবুদ্ধি হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়। এইজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানলব্ধ শিষ্য মিশ্রভক্তি বর্জন করিয়া অব্যভিচারিণী ভক্তিকে অভিধেয় জানিয়া সেই শ্রীভগবানের ভজন করিবেন। গুরুদেবতাত্মা শব্দে গুরুই দেবতা বা ঈশ্বর এবং আত্মা অর্থাৎ প্রেষ্ঠ যাহার, তাদৃশ্য শিষ্যকে বুঝায়। মায়া- প্রভাবেই অস্মৃতি অর্থাৎ স্বরূপের অস্ফূর্তি ঘটে। তৎপরে বিপর্যয় অর্থাৎ 'দেহই আমি' এইরূপ বুদ্ধি হয়। তৎপরে আত্মব্যতীত দেহ-জ্ঞান হইতেই ভয় হয়। কেবল বা শুদ্ধভক্তিই আশ্রয়নীয়া। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম লাভকারী জনগণের কেবলা-ভক্তি মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় হইতে মুক্ত করাইয়া শ্রীরাধা-মাধবের সেবার অধিকার প্রদান করেন।

বেদে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠকেই বৃত্তিদ্বয় সদ্গুরু বলা হইয়াছে। শব্দব্রহ্মনিষ্ণাত ব্যক্তিই সদ্গুরু। নিরস্ত-কুহক সত্য কোন অজ্ঞান দ্বারা আবৃত নহে। সেই নিরস্ত-কুহক বাস্তবসত্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মার হৃদয়ে অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

"প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী।
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি॥

স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষিণামৃষভঃ প্রসীদতাম্॥" (ভাঃ ২/৪/২২)

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিও শক্তি নাই কিছুই দেখিতে॥

তবে যবে সর্বভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন॥

তবে কৃষ্ণ-কৃপায় স্ফুরিল সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব অবতার স্থিতি॥ (চৈঃ ভাঃ)

ব্রহ্মার বেদময়তনু, তাঁহার ব্যক্তস্বরূপ—বৈখরী, অব্যক্তস্বরূপ—প্রণব। তাঁহার শব্দব্রহ্মময় নিত্যস্বরূপ। তিনি বাস্তব সত্য-ভূমিকায় নিত্য-প্রতিষ্ঠিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রাপ্ত সেই অবিসংবাদিত সত্য নারদকে প্রদান করেন। দেবর্ষি শ্রীনারদ উহাই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দিয়াছিলেন। শ্রীব্যাস তাহা বৃদ্ধ তত্ত্ববাদাচার্য শ্রীআনন্দতীর্থকে দান করেন। ইঁহার অষ্টাদশ আধস্তনিক পরিচয়ে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজনগণের সায়ত্তীকৃত ধনরূপে তাহাই প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছেন। প্রপঞ্চে কোন অজ্ঞান আবরণই তাহাকে পরিবর্তিত বা পরিবর্জিত করিতে পারে না। ইহাই অবরোহবাদ বা শিষ্যপারম্পর্য-ক্রম। যেখানে ইহার বিপরীত-ক্রমে গুরু নির্ণীত, সেইখানেই মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবের প্রতি অসূয়া লক্ষিত হয়। যেখানে শ্রীগুরুর প্রসাদই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, সেইখানেই

ভক্তিলতাবীজ দৃষ্ট হয়। অভক্তগণ বিষ্ণুমায়ায় প্রতারিত হইয়া ভজনীয় বস্তু বিষ্ণুকে ও বিষ্ণুভক্তিকে প্রাকৃত জ্ঞান করে। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।। (চৈঃ চঃ)

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব অপ্রাকৃত-বস্তু। প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা অবগত হওয়া যায় না। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় তাহারা বাস্তব সত্যের সন্ধান পায় না। ইহারা আরোহবাদী। আরোহবাদীর ইন্দ্রিয়গুলি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষ-চতুষ্টয়ে সর্বদাই দূষিত। বেদময়তনু ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত শব্দব্রহ্ম বা সরস্বতীর দ্বারা আমাদের গুরুবর্গের হৃদয়ে নিত্য প্রবাহিত। তাঁহারা জয়যুক্ত হউন!!

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অর্চ্চন-বিধি

সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক পাঞ্চরাত্রিক বিধানে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-সঙ্কর-অন্তজাদি ব্যক্তিমাত্রেরই স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞে (শ্রীবিগ্রহ বা শালগ্রাম-অর্চ্চনে) অধিকার আছে। সদ্‌গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের শাস্ত্রানুসারে দ্বিজত্ব (পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব) লাভ হয়। এতাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেই বৈষ্ণব এবং বিষ্ণুপূজায় প্রকৃত অধিকারী। অদীক্ষিত ব্যক্তির শ্রীবিষ্ণুপূজায় অধিকার নাই। অসদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিও শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞে অধিকারী নহে। ‘‘দীক্ষিত গৃহস্থ অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অর্চ্চন না করিলে তাঁহার ‘বিত্তশাঠ্য দোষ’ হয়। কদর্য্য স্বভাব বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের পক্ষে অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক।’’

অর্চ্চন ও ভজন ঃ সম্ভ্রমজ্ঞানের সহিত বিবিধ উপাচারে শ্রীভগবদ্-বিগ্রহের সেবার নাম ‘অর্চ্চন’। কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চনের বিধান আছে। উচ্চাধিকারেই ভজন সম্ভব। ভজনে অচিদ্‌বিচাররূপ জড় উপচারের ও জড়ভোগ্য ভাবের স্পর্শ নাই। ভজনে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় হইতে মুক্ত, স্বরূপসিদ্ধ জীবাত্মা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবা সম্বন্ধে অবস্থিত। ভজনানন্দী ভাগবতগণ সাধারণতঃ শ্রীনাম-সেবাপরায়ণ। কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন—স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের অর্থাৎ দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিজড়িত। সেখানে প্রপঞ্চে আগত চিন্ময় শ্রীভগবদ্-বিগ্রহের (অর্চ্চা-মূর্ত্তি) সেবার সহিত বদ্ধজীবের বিকারি দেহ-মনের সম্বন্ধ বিদ্যমান। অর্চ্চন নববিধা ভক্তির অঙ্গবিশেষ। অতএব অর্চ্চন ভজনাঙ্গ।

কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পারে কৃষ্ণের চরণ॥

অর্চ্চনে নানা উপকরণ ও অনুষ্ঠানের বিধান থাকিলেও শ্রীভগবন্মন্ত্রেরই প্রাধান্য রহিয়াছে। মন্ত্রহীন অর্চ্চন হয় না। মন্ত্রে আবার উপাস্য শ্রীভগবানের নামই মুখ্যবস্তু। শ্রীনামের দ্বারা অর্চ্চার পূজা হয়, সুতরাং শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন অর্চ্চনের মুখ্যাঙ্গ ও প্রাণ। কলিকালে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সহযোগ ব্যতীত অন্য কোন ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বিহিত নহে। সর্ব্বপ্রকার পূজাপেক্ষা শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য ভজনানন্দী ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীনাম-সেবাপরায়ণ।

শ্রীমূর্ত্তিপূজা এবং পৌত্তলিকতা

শ্রীমূর্ত্তিপূজা ও পৌত্তলিকতার মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। বদ্ধ-জীবের মনঃকল্পিত চিত্র বা পুতুল পূজামাত্রেই পৌত্তলিকতা। পরন্তু মুক্ত বা সিদ্ধ মহাপুরুষগণের বিমলচিত্তে শ্রীহরি তাঁহাদের উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া যে বিশুদ্ধসত্ত্বময় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ প্রকট করেন, তাঁহার পূজা পুতুল পূজা নহে। এই সকল মহাপুরুষগণের নিকট হইতে আম্নায় পরম্পরায় প্রাপ্ত শ্রীবিগ্রহপূজা বা শ্রীমূর্ত্তিপূজা সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপূজা। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যকাল স্ব-স্বরূপে বিরাজমান। প্রপঞ্চে তিনি প্রকটকালে স্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং অপ্রকটকালে অর্চ্চা ও নাম-রূপে নিত্য বিরাজমান থাকেন। শ্রীভগবানের এই অর্চ্চাবিগ্রহ তাঁহার নিত্য-স্বরূপ ও প্রকট স্বরূপ হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। কেবল লীলাগত বিচিত্রতা আছে। এই অর্চ্চামূর্তি অষ্ট প্রকার। যথা—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমূর্ত্তিপূজা সাক্ষাৎ ভগবৎপূজা হওয়া নিবন্ধন জপাঙ্গ পূজার ন্যায় আবাহন প্রাণায়াম-ন্যাসাদি ও বিবিধ মুদ্রা প্রভৃতির আবশ্যক হয় না। মন্ত্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে অর্চ্চন তাহা জপাঙ্গ, পরন্তু শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তগণের অর্চ্চন—ভক্ত্যঙ্গ, অর্থাৎ ভগবৎ-সেবার অঙ্গ -স্বরূপ। ভক্ত্যঙ্গ-পূজা দুই প্রকার (১) গৃহস্থগণের নিজগৃহে শ্রীভগবানের 'ভাবসেবা' এবং (২) শ্রীভগবৎসেবা প্রকাশের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র দেবালয়ে (যথা মঠাদিতে) প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বা আধুনিক 'রাজ-সেবা'। রাজসেবায় নিত্যপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। অকরণে প্রত্যবায় আছে। ব্রতোপবাস-দিনেও অপর দিনের ন্যায় ভোগাদি দিতে হইবে। অন্নভোগ দিলে তাহা পরদিবস গ্রহণ করিবেন অথবা জলে বিসর্জ্জন দিবেন। গৃহস্থ ও যতি উভয়ে রাজসেবায় ও ভাবসেবায় নিজ পরিজন, বৈষ্ণব ও অভ্যাগতাদির প্রয়োজন বিচারে শ্রীভগবানকে নিবেদনযোগ্য অন্নের পরিমাণ অধিক বা অল্প করিতে পারেন। যখন যাহা নিজের গ্রহণযোগ্য, তখন সেই সমস্ত দ্রব্য শ্রীভগবানকে অর্পণ করা যাইতে পারে। সেবাপরাধ, নামাপরাধ ও ধামাপরাধ বর্জ্জন বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শাস্ত্রোক্ত এই সকল অপরাধের তালিকা পরে দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চাঙ্গ অর্চ্চন ঃ অর্চ্চনের পাঁচটি অঙ্গ (১) অভিগমন, (২) উপাদান, (৩) যোগ, (৪) ইজ্যা, (৫) স্বাধ্যায়।

(১) অভিগমন - শ্রীভগবন্মন্দিরাদি মার্জ্জন, উপলেপন নির্মাল্য দূরীকরণ প্রভৃতি।

(২) উপাদান অর্থাৎ গন্ধ-পুষ্পাদি বিবিধ সেবোপকরণ সংগ্রহ।

(৩) যোগ—জড় দেহমনের অতীত শুদ্ধ চিন্ময় আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত ধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে নিজেকে ভাবনা করা।

(৪) ইজ্যা—নিজ উপাস্য দেবতার বিবিধ সেবা।

(৫) স্বাধ্যায়—মন্ত্র ও নামের অর্থ চিন্তাপূর্ব্বক জপ-কীর্ত্তন,

সূক্তস্তোত্রাদি পাঠ, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্রাদি আলোচনা।

এই পঞ্চাঙ্গ অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞ সম্পাদিত হয়। শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞ শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে শয়ন-পুষ্পাঞ্জলি পর্যন্ত শ্রীভগবানের যাবতীয় সেবাকার্য নির্দিষ্ট হয়। শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞ নিত্য ও বিশুদ্ধ, সুতরাং সৎ শব্দবাচ্য। ইহা অনিত্য, অশুদ্ধ ও জড় কর্মমাত্র নহে।

নিত্য-কৃত্য

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঃ রাত্রি শেষভাগে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দুই মুহূর্ত্ত (চারিদণ্ড বা এক ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট)—অরুণোদয়কাল। এই চারিদণ্ডকে প্রাতঃকাল মধ্যে গণিত করা হয়। এই চারিদণ্ডের প্রথম মুহূর্ত্ত (দুই দণ্ড বা আটচল্লিশ মিনিট)—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ , শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের জয়গানপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করা কর্ত্তব্য। তৎপরে শৌচাদি প্রাতঃকৃত সমাপনান্তে আচমনপূর্ব্বক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরকে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিজের সমস্ত কর্মসমর্পণপূর্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে।

অনন্তর গোপীচন্দন অথবা শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতের দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে দ্বাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করিবে।

তিলকধারণ মন্ত্র

ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ, নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবং তু, গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।।
বিষ্ণুঞ্চো দক্ষিণে কুক্ষৌ, বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু, বামনং বামপার্শ্বকে।।

শ্রীধরং বামবাহৌ তু, হৃষিকেশঞ্চঃ কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু, পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যস্যেৎ।।
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবায় মুর্দ্ধনি।

অস্যার্থ ঃ

প্রয়োগবিধি যথা—(১ ললাটে) কেশবায় নমঃ, (২ উদরে) নারায়ণায় নমঃ, (৩ বক্ষঃস্থলে) মাধবায় নমঃ, (৪ কণ্ঠে) গোবিন্দায় নমঃ, (৫ দক্ষিণ পার্শ্বে) বিষ্ণবে নমঃ, (৬ দক্ষিণ বাহুতে) মধুসূদনায় নমঃ, (৭ দক্ষিণ স্কন্ধে) ত্রিবিক্রমায় নমঃ, (৮ বাম পার্শ্বে) বামনায় নমঃ, (৯ বাম বাহুতে) শ্রীধরায় নমঃ, (১০ বাম স্কন্ধে) হৃষিকেশায় নমঃ, (১১ পৃষ্ঠে) পদ্মনাভায় নমঃ, (১২ কটিতে) দামোদরায় নমঃ। বামহস্তের অবশেষ ধুইয়া ঐ জল 'বাসুদেবায় নমঃ' বলিয়া মস্তকে দিবে।

তিলক করিবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে আচমন করিবে।

আচমন মন্ত্র

ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ,—এই তিন মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবে, তৎপরে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" মন্ত্র পাঠ করিবে।

অতঃপর "সন্ধ্যা" করিবে। মন্দিরের বাহিরে বসিয়া ব্রহ্মগায়ত্রী (পুরুষের পক্ষে), গুরুমন্ত্র, গুরুগায়ত্রী, গৌরমন্ত্র, গৌর-গায়ত্রী, কৃষ্ণমন্ত্র, কাম-গায়ত্রী, অন্ততঃপক্ষে দশবার জপ করিবে। তৎপরে পঞ্চতত্ত্ব ও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্তরে দাস্যভাবে আত্মসমর্পণের ভাব লইয়া পূর্বোক্ত "অভিগমনঅঙ্গ" সাধন করিবে। মন্দিরের অভ্যন্তরে জপ, হোম ও নমস্কার করিবে না।

১। অভিগমন

শ্রীভগবৎ-প্রবোধন ঃ ভগবন্মন্দিরে যাইয়া (কিন্তু গর্ভমন্দিরে প্রবেশ না করিয়া) ঘণ্টাদি বাদনপূর্বক, নিম্নলিখিত মন্ত্রাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগাইতে হইবে।

জাগরণ মন্ত্র—

যোঽসৌ অদভ্রকরুণা ভগবান বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ।।
দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকনদানেন ভুয়ো মাং পারয়াচ্যুত।।
জয় জয় কৃপাময় জগতের নাথ।
সর্ব্ব জগতের কর শুভ-দৃষ্টিপাত।।

নির্ম্মাল্য অপসারণ ঃ তৎপরে তিনবার করতালি শব্দ করিয়া মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে তুলসী ব্যতীত অপর নির্ম্মাল্য সকল অপসারণ করিবে এবং সিংহাসন পরিষ্কার করিয়া দিবে। জল দ্বারা শ্রীমন্দির মার্জ্জন করিবে। **তারপর** ভগবৎ-সেবার পাত্রাদি, শ্রীভগবানের বস্ত্র ও আসনাদি **পরিষ্কার করিবে**।

শ্রীমুখ প্রক্ষালন ঃ অতঃপর শ্রীভগবানের মুখ প্রক্ষালন করাইয়া তুলসী অর্পণ করিবে। শ্রীকর, শ্রীচরণ শ্রীমুখকমল প্রক্ষালনের জন্য পিক্‌দানিতে কয়েকবার জল গণ্ডুষ দিয়া দন্তকাষ্ঠ ও জিভছোলা দিবে। পুনরায় জল ও মুছিবার গামছা দিবে। পরে তুলসী অর্পণ করিবে।

মঙ্গলারতি ঃ অতঃপর বাদ্যাদি সহিত মহামন্ত্র বা স্তবাদি কীর্ত্তন ও ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে আরতি করিবে। শ্রীবিষ্ণুর পদতলে

চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার, সর্বাঙ্গে সাতবার, মোট ষোলবার পরম শ্রদ্ধাসহকারে পঞ্চপ্রদীপ ঘুরাইবে। শ্রীকৃষ্ণের মূলমন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথাক্রমে (১) ধূপ, (২) সজল শঙ্খ, (৩) বস্ত্র, (৪) পুষ্প, (৫) দীপ, (৬) চামর, (৭) ব্যজনাদি দ্বারা নীরাজন করিবে। কিন্তু বাসি ফুল সেবায় দেওয়া অনুচিত বলিয়া মঙ্গলারাত্রিতে সদ্য ফুলের অভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিবে না। পুষ্প কেবল চরণের উদ্দেশ্যে ঘুরাইবার বিধি। নীরাজনের প্রত্যেকটি দ্রব্য মূলমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া নীরাজন করিবে। ধূপে কস্তুরী ভিন্ন অন্য কোন জীবজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ধূপের পাত্রটি ভগবানের নাভির উপর উঠাইতে নাই।

বাল্যভোগ ঃ অতঃপর বাল্যভোগ নিবেদন করিবে। (নিয়ম পরে দ্রষ্টব্য) নৈবেদ্যের সহিত পানীয় জলও দিতে হয়। পরে বাহিরে আসিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। কিছুক্ষণ পরে হাততালি দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরকে আচমন দিয়া মুখ মুছাইয়া ভগবৎপ্রসাদ বিশ্বকসেন, গুরুদেব, ব্রজবাসীগণ, সর্বসখী ও সর্ববৈষ্ণবকে নিবেদন করিতে হয়। অতঃপর ভগবৎসেবার পাত্রাদি মার্জ্জনপূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিবে।

২। উপাদান

পূর্ব্বাহ্নে ঃ প্রাতঃস্নানে অসমর্থ ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে গঙ্গাস্নান কিংবা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নানান্তে কেশ প্রসাধন করিয়া সপ্রণবগায়ত্রী স্মরণপূর্বক 'শিখা বন্ধন' করিবে।

জলশুদ্ধি ঃ "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধং কুরু।।"

অথবা গঙ্গার দ্বাদশ নামে আবাহন—

"নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনী চ মহাপগা।
বিষ্ণুপাদার্ঘসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামমিনী।
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী॥"

অতঃপর পুনরায় তিলক করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরকে প্রণামপূর্বক পূর্বোক্ত "উপাদান অঙ্গ" সাধনে ব্রতী হইবে। স্নানান্তে পূজার জন্য তুলসী ও পুষ্পাদি যথাবিধি চয়ন করিবে।

শুষ্ক, দলিত, পর্যুসিত (বাসি), ভূপতিত, কীটযুক্ত, কেশদুষ্ট, গন্ধহীন, উৎকট গন্ধযুক্ত, পুষ্পকলিকা, যে পুষ্প হস্তে লইয়া প্রণাম করা হইয়াছে, অপবিত্র দ্রব্য সংশ্লিষ্ট, অপ্রোক্ষিত (অধৌত) আঘ্রাত, অধোবস্ত্রে গৃহীত, শ্মশানাদি, অপবিত্র স্থানে উৎপন্ন। এইরূপ ফুলে কখনও অর্চন করা কর্তব্য নহে। সুগন্ধি ও শুভ্র ফুলই প্রশস্ত। পুষ্প অভাবে শুধু জল দ্বারা অর্চন করিবে।

ফুলশুদ্ধি মন্ত্র ঃ "পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে॥
পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা॥"

পুজোপকরণ দ্রব্যসমূহের মধ্যে কোন দ্রব্য নিতান্ত দুর্লভ হইলে সেই দ্রব্য মনে মনে ভাবনা করিয়া তৎস্থলে ফুল দিবে। মনে মনে সেই দ্রব্য চিন্তা করিয়া শুধু জল দ্বারাও উহার পূরণ হইতে পারে। ভক্তগণ যথালভ্য দ্রব্য এবং অভাবে ভাবনা দ্বারা অর্চ্চন করিবে, কিন্তু বিত্তশাঠ্য বা কৃপণতা করিয়া কখনও উক্তরূপ অনুকল্প করিবে না।

শ্রীতুলসী-চয়ন মন্ত্র ঃ

ওঁ তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা তং কেশবপ্রিয়ে।
কেশবার্থে চিনামি ত্বং বরাদভব শোভনে॥

(দ্বাদশী তিথিতে তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ), পূর্ব দিবস তুলসী চয়ন করিয়া রাখিবে।

শ্রীতুলসীর স্নানমন্ত্র ঃ

ওঁ গোবিন্দবল্লভে দেবি ভক্তচৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রিং কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনীং॥

শ্রীতুলসীপূজা মন্ত্র ঃ

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈঃ অর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মেঽবিদ্যাং পূজাং গৃহ্ন নমোঽস্তুতে॥

(এই মন্ত্রে পুষ্প ও জল অথবা অভাবে কেবল জল দ্বারা তুলসীরাণীর পূজা করিবে। অর্চ্চনান্তেও উক্ত মন্ত্র পাঠান্তর তুলসীরাণীকে মহাপ্রসাদ নির্ম্মাল্যাদি প্রদান করিতে হয়।)

তুলসী অর্ঘ্য মন্ত্র ঃ

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরং সৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘং গৃহ্ন নমোঽস্তুতে॥
নির্মাল্য-গন্ধ-পুষ্পাদি-পানীয়জল ইদমর্ঘ্যং শ্রীতুলস্যৈ নমঃ।

তুলসী প্রণাম ঃ

ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

তুলসী স্তুতি ঃ

মহাপ্রসাদজননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধিহরা নিত্যং তুলসী তং নমোঽস্তুতে॥

অথ পূজা

অতঃপর অর্চ্চনার্থ শ্রীগুরুদেবের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া ভগবৎ-মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্যামসুন্দরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পূর্ব সংগৃহীত উপায়ন দ্বারা অর্চ্চন করিবে। প্রথমে শ্রীগুরুপূজা

পরে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ পূজার ব্যবস্থা। শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ থাকিলে—শ্রীগৌরপূজার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা করিতে হইবে।

আসন শুদ্ধি ঃ প্রথমে আসন পাতিয়া 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে আসনে পুষ্প দিবে এবং নিম্নোক্ত মন্ত্রে আসনের পূজা করিবে।

আসন পূজা ঃ "আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দ কুর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। পৃথ্বি ত্বয়া ধৃত লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।"

পাত্রাদি স্থাপন ঃ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক পূজার পাত্রাদি যথাস্থানে স্থাপন করিবে। পূজকের সম্মুখে বামধারে আধার (ত্রিপদী) সহিত শঙ্খ, পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, মধুপর্কের পাত্র; দক্ষিণধারে চন্দন, তুলসী, পুষ্পাদির পাত্র ও পঞ্চপ্রদীপ; বামদিকে বাদ্য শঙ্খ, ঘণ্টা, জলের কলসী বা ঘটি, ধূপ ও তৈলপ্রদীপ এবং অন্যান্য পাত্র পূজকের দৃষ্টিগোচরে যথাস্থানে; পশ্চাতে হস্তপ্রক্ষালনের নিমিত্ত পাত্র স্থাপন করিবে। প্রত্যেক পাত্রের উপর মূলমন্ত্র একবার করিয়া জপ করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সংক্ষেপে অর্ঘ্য-দ্রব্য—গন্ধ, পুষ্প ও জল এই তিনটি। বিষ্ণুতত্ত্বের অর্ঘ্যে এই তিনটির সহিত তুলসী যোগ করিবে। এই সকল দ্রব্য অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন করিয়া অর্ঘ্য দিবে।

মধুপর্ক—গব্যঘৃত, গব্যদধি ও মধু—এই তিনটি সমপরিমাণে, মতান্তরে এই তিনটির সহিত গব্যদুগ্ধ ও চিনি—এই পাঁচটি। এই পাঁচটিতে পঞ্চামৃতও হয়। যে পাত্রে রাখিলে মধুপর্কের দ্রব্য বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা, সেরূপ পাত্রে রাখিবে না।

উক্ত দ্রব্য সকলের কোনটির অভাব হইলে তৎপরিবর্ত্তে সেই দ্রব্য ভাবনা করিয়া একটি পুষ্প বা তুলসী দিবে। তাহারও অভাবে শুধু জল দিবে।

ঘণ্টাশুদ্ধি

সর্ব্ববাদ্যময়ি ঘণ্টে দেবদেবস্য বল্লভে।
ত্বং বিনা নৈব সর্ব্বেষাং শুভং ভবতি শোভনে॥

শঙ্খশুদ্ধি

ত্বংপুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোহস্তু তে॥
তব নাদেন জীমূতা বিত্রস্যন্তি সুরাসুরাঃ।।
শশাঙ্কযুত দীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোহস্তু তে॥
গর্ভাদেবারি নারীণাং বিলয়ন্তে সহস্রধা।
তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোহস্তু তে॥

ধূপদান মন্ত্র

বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

দীপদান মন্ত্র

সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

তৎপরে 'ওঁ নমো দীপেশ্বরায়' মন্ত্রে দীপের উপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান।

স্বস্তিবাচন ও মঙ্গলবাচন—পূর্বোক্ত আচমন মন্ত্রে আচমনপূর্বক নিম্নলিখিত স্বস্তিবাচন ও মঙ্গলবাচন মন্ত্রদ্বয় হস্তে সগন্ধপুষ্প লইয়া পাঠ করিবে।

স্বস্তিবাচন মন্ত্র— ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তিনোহচ্যুতানন্তৌ, স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুর্দধাতু। স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু॥

স্বস্তি নো বিশ্বক্সেনো বিশ্বেশ্বরঃ
স্বস্তি নো হৃষীকেশ হরির্দধাতু।
স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ
স্বস্তি নো নোঽঞ্জনাসুতোঽনুর্ভাগবতো দধাতু।
স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈকেশো মহান,
শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু।।
করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ।
কার্ষ্ণদয়শ্চ কুর্ব্বন্তু স্বস্তি মে লোকপাবনাঃ।।
কৃষ্ণো মমৈব সর্ব্বত্র স্বস্তি কুর্য্যাৎ শ্রিয়া সমম্।
তথৈব চ সদা কার্ষ্ণিঃ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন।।
ওঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

মঙ্গলবাচন মন্ত্র ঃ

মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণুর্মঙ্গলং মধুসুদনঃ।
মঙ্গলং হৃষিকেশোঽয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ।
বিষ্ণুচ্চারণমাত্রেণ কৃষ্ণস্য স্মরণাদ্ধরেঃ।
সর্ব্ব বিঘ্নানি নশ্যন্তি মঙ্গলং স্যান্ন সংশয়ঃ।।

—বিহদ্বিষ্ণুপুরাণ

৩। যোগঅঙ্গ (ভূতশুদ্ধি)

জড় দেহমনের অতীত শুদ্ধ-চিন্ময় আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত ধামে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি হইতে পরিণত বিভিন্নাংশ জীব

ও নিত্য কৃষ্ণদাসরূপে নিজেকে ভাবনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমান্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ।।

অতঃপর নিম্নলিখিত ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া সেবাকার্যে আগ্রহান্বিত নিজ দেহকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট অবস্থিত চিন্তা করিবে।

ধ্যান মন্ত্র

দিব্যং শ্রীহরিমন্দিরাঢ্যতিলকং, কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং, শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ।
পূতং সূক্ষ্মং নবাম্বরং বিমলতাং, নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিকটে, সেবোৎসুকাঞ্চাত্মনঃ ।।

শ্রীগুরুবর্গকে প্রণাম—সিংহাসনে শ্রীভগবানের বামদিকে—ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, ওঁ শ্রীপরমগুরবে নমঃ, ওঁ শ্রীপরমেষ্ঠিগুরবে নমঃ, ওঁ শ্রীগুরু-পরম্পরায়ৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বগুরুত্তমায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।

৪। ইজ্যা

আদৌ গুরুপূজা—"চিন্ময় শ্রীনবদ্বীপধামের মধ্যে শ্রীমায়াপুর। তথায় শ্রীযোগপীঠে রত্নমণ্ডপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বসিয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ, বামে শ্রীগদাধর, সম্মুখে করজোড়ে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস পণ্ডিত ছত্রধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। শ্রীগুরুদেব নিম্ন বেদীতে উপবিষ্ট।"—এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীগুরুদেবের ধ্যানপূর্ব্বক তাঁহাকে ষোড়শ, দ্বাদশ, দশ বা পঞ্চ উপচারে পূজা করিবে।

ষোড়শ উপচার—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক

(আচমন), স্নান, বস্ত্র, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, (মালা) নমস্কার।

দ্বাদশ—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান, বস্ত্র, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।

দশ—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।

পঞ্চ—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।

গুরুর ধ্যান— প্রাতঃ শ্রীমন্নবদ্বীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্।।

শ্রীগুরুদেবের জয়কীর্তন (৩ বার)

মানস-পূজা বা অন্তর্যাগ—যথা-সুখে (অর্থাৎ যতক্ষণে ও যত প্রকারে আত্মা ও মনের তৃপ্তি হয়) ধ্যান ও প্রার্থনা করিয়া সর্ব্ব উপচারে মানসে কল্পনাপূর্ব্বক সর্বাগ্রে মানস-পূজা কর্তব্য। এইরূপে শ্রীগুরুদেবের মানসপূজা করিবে।

(উক্তরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও মানস-পূজা করিতে হইবে। তাহা যথাস্থানে কর্ত্তব্য।)

বাহ্যোপচারে পূজা—মানস-পূজান্তে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া বাহ্য উপচারে পূজা আরম্ভ করিবে।

শ্রীগুরুদেবের স্নান—স্নান স্থানে আহ্বান করিয়া স্নান করাইতেছি—এরূপ ভাবনাপূর্ব্বক স্নানীয় পাত্রে (দীক্ষাকালে শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত গুরুমন্ত্রে) আসন-পাদ্য-আচমন নিবেদন করিয়া শ্রীগুরুদেবকে স্নান করাইবে। যেসকল মূর্ত্তিকে স্নান করাইবার বা বস্ত্রে মুছাইবার অসুবিধা আছে, তাঁহাদিগকে মানসে স্নান করাইতে হয়। শালগ্রাম বা অন্য শিলামূর্ত্তি থাকিলে গুরুপূজার পর পুরুষসূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি

করিতে করিতে সুবাসিত জল, পঞ্চামৃত ও সর্ব্বৌষধি জলে তাঁহাদের স্নান করাইবার বিধি আছে।

শ্রীগুরুপূজা

"ইদং আসনং ঐং গুরবে নমঃ"—এই মন্ত্রে স্নান পাত্রমধ্যে আসনার্থ সচন্দন-পুষ্প স্থাপন করিবে।

প্রভো কৃপয়া স্বাগতং কুরু, ঐং গুরবে নমঃ—এই মন্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে আসনে আহ্বান করিবে।

"এতৎ পাদ্যং ঐং গুরবে নমঃ"—এই মন্ত্রে কুশীতে করিয়া স্নানপাত্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে জল দিবে।

"ইদং আচমনীয়ং ঐং গুরবে নমঃ"—এই মন্ত্রে কুশীতে করিয়া আচমনার্থ জল বিসর্জ্জনীয় পাত্রে নিক্ষেপ করিবে।

তারপর ভাবনাদ্বারা গুরুদেবকে তৈল মাখাইয়া দিবে।

ইদং স্নানীয়ং ঐং গুরবে নমঃ

এই মন্ত্রে জলশঙ্খে করিয়া কর্পূরাদি সুবাসিত জল দ্বারা ঘণ্টাবাদন ও স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে স্নান করাইবে। অর্থাৎ স্নান ভাবনা করিয়া স্নানপাত্রে জল ঢালিবে।

(প্রত্যহ দুগ্ধ, পঞ্চামৃতাদি দ্বারা স্নান করানো প্রশস্ত নহে। কোন বিশেষ সময়ে ঐ সকল দ্বারা স্নান করাইলেও পরে সুবাসিত জলের দ্বারা পুনঃ স্নান করাইতে হইবে। বাসিজলে কখনও স্নান করাইবে না।)

স্নানান্তে সূক্ষ্ম শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা শ্রীঅঙ্গ (শ্রীমূর্ত্তিপট) শ্রীগুরুমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মুছাইয়া দিবে। পরে—

"ইদং সোত্তরীয়ং বস্ত্রং ঐং গুরবে নমঃ"—

এই মন্ত্রে গুরুদেবকে বস্ত্র দেওয়া হইতেছে ভাবনা করিয়া ২টি পুষ্প অথবা দুইবার জল বিসর্জ্জনীয় পাত্রে ত্যাগ করিবে।

ইদং আচমনীয়ং ঐং গুরবে নমঃ—এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ আচমন জল দিবে।

শ্রীমূর্ত্তির প্রসাদন—অতঃপর শ্রীগুরুদেব সিংহাসনে আসিয়া বসিয়াছেন—এইরূপ ভাবনাপূর্ব্বক সিংহাসনে নির্দিষ্ট আসনে স্থাপন করিয়া শ্রীমূর্ত্তির চরণ (হৃদয়) স্পর্শ করিয়া শ্রীগুরুমন্ত্র ৮ বার জপ করিবে। ইহা শ্রীমূর্ত্তির প্রসাদন। শ্রীমূর্ত্তির প্রসাদন দ্বারা ও নিজের অব্যগ্রতা অর্থাৎ স্থির চিত্ত দ্বারা অর্চ্চকের আত্মশুদ্ধি হয়। অতঃপর সম্মুখে একটি অর্চ্চনপাত্র স্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত দশোপচারে তদুপরি অর্চ্চন করিবে।

১। "এতৎ পাদ্যং ঐং গুরবে নমঃ"—কুশীতে করিয়া বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলত্যাগ।

২। "ইদং অর্ঘ্যং ঐং গুরবে নমঃ"—অর্ঘ্য (গন্ধ-পুষ্প-জল) অর্চ্চনপাত্রে দিবে।

৩। ইদং আচমনীয়ং ঐং গুরবে নমঃ"—কুশীতে করিয়া বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলত্যাগ।

৪। "এষ মধুপর্ক ঐং গুরবে নমঃ"—মধুপর্ক অর্চ্চনপাত্রে দিবে; অথবা অন্য পাত্রে করিয়া নিবেদন করিবে।

৫। "ইদং পুনরাচমনীয়ং ঐং গুরবে নমঃ"—পূর্ব্ববৎ।

৬। "এষ গন্ধং ঐং গুরবে নমঃ"—পুষ্পদলে করিয়া চন্দন অর্চ্চনপাত্রে দিবে, শ্রীমূর্ত্তির চরণেও (দুইবার) দিবে।

৭। "ইদং সগন্ধপুষ্পং ঐং গুরবে নমঃ"—সিংহাসনে শ্রীমূর্ত্তির চরণে দিবে, অর্চ্চনপাত্রেও দিবে (দুইবার) (শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী অর্পণ নিষেধ)

৮। "এষ ধূপঃ ঐং গুরবে নমঃ"—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলত্যাগ।

৯। "এষ দীপ ঐং গুরবে নমঃ"—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলত্যাগ।

১০। "ইদং নৈবেদ্যং ঐং গুরবে নমঃ"—নৈবেদ্যপাত্রে জলশঙ্খসহ তুলসী দিবে। তারপর যথাশক্তি শ্রীগুরুমন্ত্র ও শ্রীগুরুগায়ত্রী জপ করিবে। দশবারের কম জপ করিবে না।

শ্রীগুরু-স্তুতি

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥১॥

ত্বং গোপিকা বৃষরবেস্তনায়ান্তিকেঽসি
সেবাধিকারিণি গুরো নিজপাদপদ্মে।

দাস্যং প্রদায় কুরু মাং ব্রজকাননে
শ্রীরাধাঙ্ঘ্রি সেবনরসে সুখিনীং সুখাব্ধে॥২॥

শ্রীগুরু-প্রণাম

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বৈষ্ণব-প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

স্বাত্মার্পণ

অংশো ভগবতোঽস্মাহং সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা।
তৎকৃপাপ্রেক্ষকো নিত্যং তৎপ্রেষ্ঠসাৎ করোমিস্বম্॥

মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি। ইদং সর্ব্বং ঐং গুরবে নমঃ। ওঁ তৎ সৎ। ওঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। শ্রীমূর্ত্তির চরণে পুষ্প দান। (শ্রীগুরুদেবকে ভোগ-নিবেদন পদ্ধতি পরে দ্রষ্টব্য)।

শ্রীশালগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ স্নান

স্নান—স্নানস্থানে আবাহন করিয়া স্নান করাইতেছি এইরূপ ভাবনাপূর্ব্বক স্নান-পাত্রে আসন, পাদ্য, আচমন নিবেদন করিয়া স্নান করাইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা

অতঃপর শ্রীগুরুদেবের অনুজ্ঞা ও কৃপা প্রার্থনা করিয়া পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চন করিবে। শ্রীগুরুপূজার অনুরূপ নিজের অবস্থান চিন্তা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যানপূর্বক অর্চ্চন করিবে।

ধ্যান যথা—

শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্র বসনং স্রগ্ দিব্যভূষাঞ্চিতম্।

নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে।।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর শ্রীবাসাদি-শ্রীগৌরভক্তবৃন্দকি জয় (৩ বার)

মানস পূজা—শ্রীগুরুপূজার ন্যায় এই স্থলেও সর্ব উপচারের দ্বারা মানসে শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিবে।

বাহ্যোপচারে পূজা—শ্রীগুরুদেব হইতে প্রাপ্ত শ্রীগৌরমন্ত্রে শ্রীমূর্ত্তিতে এবং শ্রীশালগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গের স্নান ও পূজা করিবে।

ইদং আসনং ক্লীং গৌরায় নমঃ—(স্নানপাত্র মধ্যে) আসনার্থ সচন্দন-পুষ্প-তুলসী বা পুষ্প।

প্রভো! কৃপয়া স্বাগতং কুরু ক্লীং গৌরায় নমঃ—আসনে আহ্বান।

এতৎ পাদ্যং ক্লীং গৌরায় নমঃ—স্নানপাত্রে শ্রীগৌরচরণে জল।

ইদং আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল ত্যাগ তারপর ভাবনা দ্বারা শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি তৈলাদি মাখাইয়া—

"ওঁ সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।"

"ইদং স্নানীয় ক্লীং গৌরায় নমঃ"—ঘণ্টাবাদন ও স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে জলশঙ্খে করিয়া কর্পূরাদি সুবাসিত জলে স্নান করাইবে। স্নানান্তে শুষ্ক বস্ত্রে অঙ্গমার্জ্জন করিয়া—

ইদং সোত্তরীয়ং বস্ত্রং ক্লীং গৌরায় নমঃ—বস্ত্রার্পণ ভাবনা করিয়া ২টি পুষ্প বা ২ বার জল বিসর্জ্জনীয় পাত্রে ত্যাগ।

ইদং আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ—পূর্ব্বৎ।

শ্রীমূর্তি প্রসাদন—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সিংহাসনে আসিয়া বসিয়াছেন—এরূপ ভাবনাপূর্ব্বক সিংহাসনে নির্দ্দিষ্ট আসনে স্থাপনপূর্ব্বক মূর্ত্তির চরণ হৃদয় স্পর্শ করিয়া শ্রীগৌরমন্ত্র ৮ বার জপ করিবে।

১। "এতৎ পাদ্যং ক্লীং গৌরায় নমঃ"—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল-ত্যাগ।

২। "ইদং অর্ঘ্যং ক্লীং গৌরায় নমঃ"—অর্চ্চনপাত্রে অর্ঘ্য (গন্ধ-পুষ্প-তুলসী জল) ত্যাগ।

৩। "ইদং আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ"—পূর্ব্বৎ।

৪। "এষ মধুপর্ক ক্লীং গৌরায় নমঃ—মধুপর্ক পাত্রে শঙ্খজল ও তুলসী দিবে।

৫। "ইদং পুনরাচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ—পূর্ব্ববৎ।

৬। "এষ গন্ধঃ ক্লীং গৌরায় নমঃ—তুলসীপত্রে করিয়া অর্চ্চনপাত্রে চন্দন দিবে। শ্রীমূর্ত্তির চরণে চন্দনের লেপ দিবে।

৭।"ইদং সগন্ধং পুষ্পং ক্লীং গৌরায় নমঃ"—শ্রীমূর্ত্তির চরণে ও অর্চ্চনপাত্রে দিবে (২ বার)

৮।"ইদং সগন্ধং তুলসী পত্রং ক্লীং গৌরায় নমঃ"—শ্রীমূর্ত্তির চরণে ও অর্চ্চনপাত্রে দিবে। (২বার)

৯।"এষ ধূপঃ ক্লীং গৌরায় নমঃ"—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলত্যাগ।

১০। "এষ দীপঃ ক্লীং গৌরায় নমঃ"—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলত্যাগ।

১১। "ইদং নৈবেদ্যং ক্লীং গৌরায় নমঃ"—নৈবেদ্য-পাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসী।

শ্রীগৌরস্তুতি

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নং অভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতং অন্বধাবৎ
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্
ভক্তাবতারং ভক্ত্যাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীগৌর-প্রণাম

নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্ব্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ ॥

স্বাত্মার্পণ

অংশো ভগবতোঽস্ম্যহং সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা।
তৎকৃপাপ্রেক্ষকো নিত্যং গৌরায় স্বং সমর্পয়ে॥
মাং মদিয়ঞ্চ সকলং শ্রীগৌরায় সমর্পয়ামি।

ইদং সর্ব্বং ক্লীং গৌরায় নমঃ। ওঁ তৎ সৎ। ওঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। শ্রীমূর্ত্তির চরণে পুষ্পদান।

অনন্তর সংক্ষেপে সগন্ধ তুলসীপত্র ও সগন্ধ পুষ্পদ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতের পূজা ও প্রণামাদি করিবে এবং শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদিকে সগন্ধ পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া শ্রীগৌর-নির্ম্মাল্য দান করিবে।

শ্রীনিত্যানন্দ-মন্ত্র—"ক্লীং দেব-জাহ্নবাবল্লভায় নমঃ।
গায়ত্রী—"ক্লীং নিত্যানন্দায় বিদ্মহে সঙ্কর্ষণায় ধীমহি
তন্নো বলঃ প্রচোদয়াৎ"॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রণাম

নিত্যানন্দমহং নৌমি সর্ব্বানন্দকরং পরম্।
হরিনামপ্রদং দেবমবধুতশিরোমণিম্॥
নিত্যানন্দং নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ-প্রদায়িনে।
কলৌকল্মষনাশায় জাহ্নবাপতয়ে নমঃ॥

❋

শ্রীঅদ্বৈত-মন্ত্র— "ক্লীং অদ্বৈতায় নমঃ"
গায়ত্রী— "ক্লীং অদ্বৈতায় বিদ্মহে, মহাবিষ্ণবে ধীমহি,
তন্নোঽদ্বৈত প্রচোদয়াৎ"।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রণাম

যেন শ্রীহরিরীশ্বঃ প্রকটয়াঞ্চক্রে কলৌ রাধয়া-
প্রেম্ণা যেন মহেশ্বরেণ সকলং প্রেমাম্বুধৌ প্লাবিতম্।।
বিশ্বং বিশ্বপ্রকাশি কীর্তিমতুলং তং দীনবন্ধুং প্রভু-
মদ্বৈতং সততং নমামি হরিণাদ্বৈতং হি সর্ব্বার্থদম্।।

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-মন্ত্র—"শ্রীং গদাধরায় নমঃ";
গায়ত্রী—"গাং গদাধরায় বিদ্মহে, পণ্ডিতাখ্যায় ধীমহি
তন্নো গদাধর প্রচোদয়াৎ।"

শ্রীগদাধর-প্রণাম

যৎপাদাব্জ-নখাগ্রকান্তিলবতৌ হ্যজ্ঞানমোহক্ষয়ং
যৎকারুণ্যকটাক্ষতঃ স্বয়মসৌ শ্রীগৌরচন্দ্রো বশম্।।
যাতীষদ্ভজনাচ্চ যস্য জগতাং প্রেমেন্দুরন্তর্নভো
নৌমি শ্রীল গদাধরং তমতুলানন্দৈক কল্পদ্রুমম্।।

শ্রীবাসপণ্ডিত মন্ত্র—"শ্রীং শ্রীবাসায় নমঃ";
গায়ত্রী—শ্রীং শ্রীবাসায় বিদ্মহে, নারদাখ্যায় ধীমহি,
তন্নো ভক্তঃ প্রচোদয়াৎ"।

শ্রীবাস-প্রণাম

শ্রীবাসপণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ-প্রিয়পার্ষদম্
যস্য কৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ।

অনন্তর "এতৎ সগন্ধৎপুষ্পাদি নির্ম্মাল্যং শ্রীগৌরপার্ষদাদিভ্যঃ নমঃ" বলিয়া পুষ্প দিবে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করিতেছেন চিন্তা করিয়া তাঁহার অনুগতভাবে অর্চ্চন করিবে।

শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান

ততো বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দবর্দ্ধনম্।
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গি মারুত সেবিতম্॥
নানাপুষ্পলতাবদ্ধবৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
কোটীসূর্য্যসমাভাসং বিমুক্তং ষট্তরঙ্গকৈঃ॥
তন্মধ্যে রত্নখচিতং স্বর্ণসিংহাসনং মহৎ।।

রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান ঃ

শ্রীকৃষ্ণং শ্রীঘনশ্যামং পূর্ণানন্দ কলেবরম্।
দ্বিভুজং সর্ব্বদেবেশং রাধালিঙ্গিত বিগ্রহম্॥

মানস পূজা—শ্রীগৌরাঙ্গের পূজার ন্যায় মানসে ষোড়শ উপচারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করিবে।

বাহ্যোপচারে পূজা—শ্রীগুরুদেব হইতে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে কামগায়ত্রীতে রাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন করিবে।

স্নান—স্নানস্থানে আবাহন করিয়া স্নান করাইতেছি এইরূপ ভাবনাপূর্ব্বক স্নান পাত্রে আসন, পাদ্য, আচমন নিবেদন করিয়া স্নান করাইবে।

ইদং আসনং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—স্নানপাত্রমধ্যে আসনার্থ সচন্দন-তুলসী বা পুষ্প দিবে।

প্রভো! কৃপয়া স্বাগতং কুরু, শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—আসনে আহ্বান।

এতৎ পাদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—স্নানপাত্রে
শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণে জল।

ইদং আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলত্যাগ।

তারপর ভাবনাদ্বারা শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধ তৈলাদি মাখাইয়া—

"ইদং স্নানীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—ঘণ্টাবাদন ও স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে জলশঙ্খে করিয়া কর্পূরাদি সুবাসিত জলে স্নান করাইবে। স্নানান্তে শুষ্ক বস্ত্রে অঙ্গমার্জ্জন করিয়া—

ইমে সোত্তরীয়ং বস্ত্রং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বস্ত্রার্পণ ভাবনা করিয়া ২টি পুষ্প বা ২ বার জল বিসর্জ্জনী পাত্রে ত্যাগ।

ইদং আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—পূর্ব্ববৎ।

শ্রীমূর্ত্তি প্রসাদন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহাসনে আসিয়া বসিয়াছেন—এরূপ ভাবনাপূর্ব্বক সিংহাসনে নির্দিষ্ট আসনে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির চরণ হৃদয় স্পর্শ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র ও রাধামন্ত্র ৮ বার জপ করিবে।

১। "এতৎ পাদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বিসর্জ্জনীয়
পাত্রে জলত্যাগ।

২। "ঈদং অর্ঘ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—অর্চ্চন পাত্রে
অর্ঘ্য (গন্ধ-পুষ্প-তুলসী জল) দিবে।

৩। "ইদং আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—পূর্ব্ববৎ।

৪। "এষ মধুপর্ক শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণ্যাভ্যাং নমঃ"—মধুপর্ক
পাত্রে শঙ্খজল ও তুলসী দিবে।

৫। "ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—
পূর্ব্ববৎ।

৬। "এষ গন্ধঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—পুষ্পদলে করিয়া অর্চ্চনপাত্রে চন্দন দিবে। শ্রীমূর্ত্তির চরণে চন্দনের লেপ দিবে।

৭। "ইদং সগন্ধং পুষ্পং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—শ্রীমূর্ত্তির চরণে ও অর্চ্চনপাত্রে দিবে। (২ বার)

৮। "ইদং সগন্ধং তুলসী পত্রং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ"—শ্রীমূর্ত্তির চরণে ও অর্চ্চনপাত্রে দিবে। (২ বার)

৯। "এষ ধূপঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলত্যাগ।

১০। "এষ দীপঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলত্যাগ।

১১। "ইদং নৈবেদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—নৈবেদ্য-পাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসী।

অনন্তর যথাশক্তি মূলমন্ত্র, কামগায়ত্রী, কৃষ্ণগায়ত্রী, রাধামন্ত্র, রাধা-গায়ত্রী জপ করিয়া কৃষ্ণস্তুতি, রাধাস্তুতি, রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম ও স্বাত্মার্পণ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণগায়ত্রী ঃ "ক্লীং কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো কৃষ্ণ প্রচোদয়াৎ।"

শ্রীরাধামন্ত্র ঃ "শ্রীং রাধিকায়ৈ নমঃ"।

শ্রীরাধাগায়ত্রী ঃ "শ্রীং রাধিকায়ৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ।"

শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ।।

বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়কুণ্ঠমেধসে।
রমা-মানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

কংসবংস-বিনাশায় কেশিচাণুরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ।।

বেণুনাদ-বিনোদায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকুললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে।।

বল্লবীবদনাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতঃপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।।

নমো পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পুতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্তাসুহারিণে।।

নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধি-বৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।।

প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধি ব্যাধি-ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো।।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজন-মনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো।।

কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব।।

শ্রীকৃষ্ণের-প্রণাম

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

***

শ্রীরাধাস্তুতি

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা রামা চ পরমাত্মিকা।
রাসোদ্ভাব কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণোঃ প্রসূরপি।
সর্ব্বাদ্যা বিষ্ণুমায়া চ সত্যা নিত্যা সনাতনী॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নির্গুণা পরা।
বৃন্দাবনেশা বিজয়া যমুনাতটবাসিনী॥
গোলোকবাসিনী গোপী গোপীশা গোপমাতৃকা।
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দন-কামিনী॥
বৃষভানুসুতা শান্তা কান্তা পূর্ণতমা তথা।
কাম্যা কলাবতীকন্যা তীর্থপূতা সতী শুভা॥
সংসার সাগরে ঘোর ভীতং মাং শরণাগতম্।
সর্ব্বেভ্যোঽপি বিনির্মুক্তং কুরু রাধে সুরেশ্বরী॥
তৎপাদপদ্মযুগলে পাদপদ্মালয়র্চিতে।
দেহি মহ্যং পরাং ভক্তিং কৃষ্ণেন পরিসেবিতে॥

শ্রীরাধা-প্রণাম

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

স্বাত্মার্পণ

অংশো ভগবতোঽস্ম্যহং সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা।
শ্রীরাধিকাকৃপাপেক্ষি স্বাত্মানমর্পয়াম্যহম্॥
মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং সমর্পয়ামি।
ইদং সর্ব্বং ওঁ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—শ্রীমূর্ত্তির চরণে পুষ্প ও জলদান।

তারপর * পদ্যপঞ্চক পাঠ করিবে—

সংসারসাগরন্নাথ পুত্রমিত্রগৃহাঙ্গনাৎ।
গোপ্তারৌ মে যুবামেব প্রপন্নভয়ভঞ্জনৌ॥
যোঽহং মমাস্তি যৎ কিঞ্চিৎ ইহলোকে পরত্র চ।
তৎ সর্ব্বং ভবতোঽদ্যৈব চরণেষু সমর্পিতম্॥
অহমপ্যপরাধানাং আলয়স্ত্যক্তসাধনঃ।
অগতিশ্চ ততো নাথৌ ভবন্তৌ মে পরা গতিঃ
তবাস্মি রাধিকানাথ কর্ম্মণা মনসা গিরা!
কৃষ্ণকান্তে তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্ম্মম॥
শরণং বাং প্রপন্নোঽস্মি করুণানিকরাকরৌ।
প্রসাদং কুরু দাস্যং ভো ময়ি দুষ্টেঽপরাধিনী॥

** পদ্যপঞ্চক—হে নাথ! শরণাগত-ভয়ভঞ্জন আপনারা দুইজনই সংসারসাগর ও পুত্রমিত্রপূর্ণ গৃহাঙ্গন হইতে আমার রক্ষাকারী। ইহলোকে ও পরলোকে আমি ও আমার যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত এক্ষণেই আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম। আমি সকল অপরাধের আগার, সাধনহীন ও অগতি, অতএব আপনারা দুইজনই আমার প্রভু ও পরমগতি! হে রাধিকানাথ! আমি কার্যে মনে বাক্যে আপনার; হে*

তারপর * বিজ্ঞপ্তিপঞ্চক পাঠ করিবে—

মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম।।

যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি।।

ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো।।

গোবিন্দবল্লভে রাধে প্রার্থয়ে ত্বামহং সদা।
ত্বদীয়মিতি জানাতু গোবিন্দো মাং ত্বয়া সহ।।

রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনী।
কৃপয়া নিজপাদাব্জ দাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্।।

কৃষ্ণকান্তে আমি আপনারই। আপনারা দুইজনই আমার গতি। করুণারাশির আধার আপনারা, আপনাদের দুইজনেরই শরণ লইলাম। এই অপরাধী দুইজনে কৃপাপূর্ব্বক দাস্য প্রদান করুন।।

** বিজ্ঞপ্তিপঞ্চক — হে পুরুষোত্তম! আমার সমান পাপী ও অপরাধী আর কেহই নাই। ক্ষমা চাহিতেও আমার লজ্জা হইতেছে। সুতরাং কি আর বলিব ? যুবতীগণের মন যুবককে এবং যুবকগণের মন যুবতীতে যেরূপ রত হয়, আমার মন আপনাতে তদ্রূপ রত হউক। যাহাদের চরণ ভূমিতে স্খলিত হয়, তুমিই তাহাদের অবলম্বন। আপনার চরণে অপরাধীগণের আপনিই আশ্রয়। হে গোবিন্দপ্রিয়ে রাধিকে! আপনার নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি, আপনি ও গোবিন্দ আমাকে আপনার বলিয়াই জানুন। হে বৃন্দাবনেশ্বরী করুণামৃতবাহিনী রাধে! আপনার পাদপদ্মের দাস্য কৃপাপূর্ব্বক আমাকে প্রদান করুন।।*

উপাঙ্গ-পূজা

অতঃপর—বেণু, মালা, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভের পূজা করিবে। যথা—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীমুখবেণবে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বক্ষসি বনমালায়ৈ নমঃ।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দক্ষস্তনোর্দ্ধে শ্রীবৎসায় নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে সব্যস্তনোর্দ্ধে কৌস্তুভায় নমঃ।

নির্ম্মাল্য নিবেদন—তারপর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে নির্ম্মাল্য নিবেদন করিবে।

ইদং শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—অর্চ্চন পাত্রে দিবে।
ইদং প্রসাদনির্ম্মাল্যং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—পূর্ব্ববৎ।
ইদং মহাপ্রসাদনৈবেদ্যং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—শ্রীগুরুদেবের নৈবেদ্যপাত্রে।
ইদং পানীয়ং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—অর্চ্চনপাত্রে ত্যাগ।
ইদং আচমনীয়ং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—পূর্ব্ববৎ।
ইদং প্রসাদতাম্বুলং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—শ্রীগুরু নৈবেদ্যপাত্রে।
ইদং সর্ব্বং ওঁ সর্ব্বসখীভ্যো নমঃ।
ইদং সর্ব্বং ওঁ সর্ব্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।
ইদং সর্ব্বং ওঁ শ্রীপৌর্ণমাস্যৈ নমঃ।
ইদং সর্ব্বং ওঁ সর্ব্বব্রজবাসিভ্যো নমঃ।

■

শ্রীতুলসী-পূজা

* নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈঃ অর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মেহবিদ্যাং পূজাং গৃহ্ণ নমোহস্তুতে।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।
ইদং শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।
ইদং মহাপ্রসাদনির্ম্মাল্যাদিকং সর্ব্বং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।।
ইদং আচমনীয়ং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।

প্রণাম— ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তি প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

নির্ম্মাল্য-গ্রহণ ও প্রণাম

প্রথমে শ্রীগুরুদেবের চরণামৃত লইয়া কিঞ্চিৎ পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে এবং শ্রীগুরুদেবের নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিবে। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক মহা-মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে। অতঃপর সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ও জয়ধ্বনি দিবে।

শ্রীচরণামৃত গ্রহণ মন্ত্র

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্।।

** হে তুলসীদেবী! দেবতাগণ পূর্বে আপনার তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন; দেবতা ও অসুরগণ আপনার অর্চ্চন করেন। আপনি আমার অবিদ্যা হরণ করুন, আমার পূজা গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার।*

মধ্যাহ্নে ভোগ—বেলা দুই প্রহরের মধ্যেই ভোগ ও আরতি শেষ হওয়া উত্তম। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগুরুদেব—প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভোগ হওয়াই উচিত। অন্ততঃপক্ষে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের—এই দুইটি পৃথক পারশ অবশ্যই কর্ত্তব্য। অসমর্থপক্ষে একটিমাত্র পারশ হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গকে একসঙ্গে নিবেদন করিতে হইবে। ভোগ নিবেদনের পূর্ব্বে শ্রীভগবানের চূড়া, বাঁশী ইত্যাদি খুলিয়া রাখিতে হইবে। ভোগের প্রত্যেক পারশে সকল প্রকার দ্রব্যের উপর তুলসী দিবে। শ্রীগুরুদেবই নিবেদন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে খাওয়াইতেছেন—অন্তরে এইরূপ ভাবনা করিয়া ভোগ নিবেদন করিবে। যথা—

"এষ পুষ্পাঞ্জলি শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"।

"ইদং আসনং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—আসনে পূর্ব্ববৎ পুষ্পাদি দিবে।

"এতৎ পাদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলত্যাগ।

"ইদং আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলত্যাগ।

"ইদং অন্ন-ব্যঞ্জন পানীয়াদিকং সর্ব্বং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"—

এই বলিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে তুলসীপত্রযুক্ত শঙ্খজলে প্রত্যেক দ্রব্য নিবেদন করিবে।

সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিয়া শ্রীগৌরমন্ত্র গৌরগায়ত্রী, কৃষ্ণমন্ত্র কামগায়ত্রী প্রভৃতি জপ করিয়া ভোগারতিকীর্ত্তন করিবে। (শ্রীকৃষ্ণের ভোজনকাল পর্যন্ত) কিছুক্ষণ পরে গিয়া আচমনীয় ও তাম্বুল পূর্ববৎ নিবেদন করিবে। পরে—শ্রীগুরুদেব সর্বসখী, সর্বৈষ্ণব, শ্রীপৌর্ণমাসী,

সর্ব্বব্রজবাসীকে মহাপ্রসাদ নিবেদন করিবে (নির্ম্মাল্য-নিবেদন করিবে)। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে নিবেদন করা হইলে ঐ প্রসাদ শ্রীগুরুদেব, সর্বসখী ইত্যাদিক্রমে নিবেদন করিবে। পূর্বের ন্যায় বাহিরে আসিয়া শ্রীগুরুমন্ত্র ও গুরুগায়ত্রী জপ করিবে এবং ভোজনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে।

শ্রীগুরুদেব, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পৃথকভাবে তিনটি পারশ হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে নিবেদন করিবার পরেই অপর দুইটি পারশ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগুরুদেবকে পরপর নিবেদন করিবে। তারপর বাহিরে আসিয়া ভোজনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। নিবেদন বিধি একই প্রকার। শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রসাদ যথাক্রমে শ্রীগুরুবর্গ ও সর্ববৈষ্ণবগণকে নিবেদন করা যায়।

মধ্যাহ্ন ভোগারতি কীর্তন

ভজ ভকত-বৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দযশোমতি-চিত্তহারী ॥

বেলা হ'লো দামোদর! আইস এখন।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন ॥

নন্দের নির্দেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ॥

শুক্‌তা শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড।
ডালি ডাল্‌না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাখণ্ড ॥

মুদগবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর-পুলি পায়সান্ন ॥

কর্পূর অমৃতকেলি রম্ভা ক্ষীরসার।
অমৃত-রসালা অম্ল দ্বাদশ প্রকার॥
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতুহলী॥
রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন॥
ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল॥
রাধিকাদি গণে হেরি' নয়নের কোণে।
তৃপ্ত হয়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা ভবনে॥
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত-বারি।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হয়ে সারি সারি॥
হস্তমুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে॥
জাম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মশালা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা॥
বিশালাক্ষ শিখিপুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায়॥
যশোমতী আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধাকৃষ্ণগুণ গায়॥
হরিলীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ॥

■

ভোগান্তে আরত্রিক—ভোগান্তে চূড়া প্রভৃতি পুনঃ পরাইয়া মহানীরাজন করিবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগুরুদেবকে নিজ নিজ মন্ত্রে পৃথক পৃথক তিনবার করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে। অথবা মূলমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। আরতি কীর্ত্তন ও নানা বাদ্য সহকারে ঘণ্টাধ্বনি ও স্তব-স্তুতি নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নীরাজন করিবে। নীরাজনের প্রত্যেক দ্রব্য মূলমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া যথাক্রমে—১ ধূপ, ২ দীপ, ৩ জলপূর্ণ শঙ্খ, ৪ বস্ত্র, ৫ পুষ্পাদি ও ৬ চামরাদি দ্বারা নির্মঞ্ছন করিবে। সর্ব্বশেষ শঙ্খধ্বনি করিয়া আরত্রিক শেষ করিবে। তদন্তে জয়ধ্বনি দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। (মঙ্গল নীরাজন দ্রষ্টব্য)।

মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যারতিতে মঙ্গলারতির ন্যায় ধূপের পর 'জলশঙ্খ' না হইয়া 'দীপ' হইবে ইহা মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীভগবানের শয়ন—নীরাজনান্তে শয়ন দেওয়ার সময় চূড়া প্রভৃতি খুলিয়া রাখিবে।

"আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব।
দিব্যপুষ্পাঢ্যশয্যায়াং সুখং বিহরঃ মাধব॥"

—বলিয়া যথাক্রমে সুবাসিত পানীয়, সকর্পুর তাম্বুল, মালা অনুলেপন ও পুষ্পাঞ্জলি যথাবিধি নিবেদন করিয়া প্রণামান্তে মন্দিরদ্বার বন্ধ করিবে। বলা বাহুল্য, উত্তমপুষ্পে অঞ্জলি দিবে।

শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান—শ্রীমহাপ্রসাদকে প্রথমে নমস্কার করিয়া জয়ধ্বনি, নিম্নোক্ত প্রসাদমহিমা কীর্ত্তন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করিবে। শ্রীমহাপ্রসাদ সেবান্তে নিজভোগ্য মুখ-শুদ্ধির নিমিত্ত সেব্যের বিলাস সহচর তথা তাম্বুল প্রভৃতি গ্রহণ করিবে না।

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।"

শরীর অবিদ্যাজাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্ম্মতি
তাঁকে জেতা কঠিন সংসারে।।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় করিবারে জিহ্বা জয়
স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই।।

৫। স্বাধ্যায়

ভোজনের পর বৈষ্ণব-সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী ও ভক্তিশাস্ত্রগ্রন্থ অবশ্যই অনুশীলন করিবে। হরিকথা, সৎসিদ্ধান্ত আলোচনা ব্যতীত সাধন-ভজনে উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহাও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি।

অপরাহ্ণ কৃত্য—শ্রীভগবানকে জাগাইয়া (প্রবোধন-বিধি দ্রষ্টব্য) সুবাসিত শীতল পানীয় ও কিছু ফলমিষ্টি-ভোগ নিবেদন করিবে। গ্রীষ্মকালে ব্যজনাদি করিবে। উত্তম শৃঙ্গার (বেষ-ভূষাদি) করাইয়া মন্দির দ্বার খুলিয়া দিবে।

সন্ধ্যাকাল কৃত্য—মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের বিধি অনুসারে * সন্ধ্যা আরত্রিকও করণীয়।

রাত্রি-কৃত্য—রাত্রিকে এক প্রহরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ, শয়ন আরতি সমাপন করিয়া দিবে। (যে সকল গৃহস্থ রাত্রিতে অন্নভোগ দেওয়ার

বিধি গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা সন্ধ্যারতির পর দুগ্ধাদি অপর দ্রব্য ভোগ দিবে)। শয়ন দেওয়ার বিধি মধ্যাহ্ন-শয়নের অনুরূপ।

অতঃপর শ্রীমহাপ্রসাদ-সমাপনান্তে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে বিশ্রাম।

যেখানে শ্রীবরাহদেবের বা শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমূর্ত্তি আছেন অথবা তদীয় আবির্ভাব তিথিতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চনের ন্যায় শ্রীবরাহদেব ও শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা, স্তুতি, প্রণামাদি করিবে—

শ্রীবরাহদেবের অর্চ্চন

ধ্যান— আপাদং জানুদেশাদ্‌বর কনকনিভং নাভিদেশাদধস্তা-
ন্মুক্তাভং কণ্ঠদেশাত্তরুণরবিনিভং মস্তকান্নিলভাসম্।
ঈড়ে হস্তৈর্দধানং রথচরণদরৌ খঙ্গখেটৌ গদাখ্যং
শক্তিং দানাভয়ে চ ক্ষিতিধরণ লসদ্দংষ্ট্রংমাদ্যং বরাহম্॥

মন্ত্র— "ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায়"।

শ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চন

মন্ত্র—"ওঁ ভগবতে নৃসিংহায় নমঃ"।

** "শ্রীকৃষ্ণভক্ত্যাসক্ত্যা তু সন্ধ্যোপাস্যাদিকং যদি। পতেৎ কর্ম্ম ন পাতিত্যদোষশঙ্কা কথঞ্চন॥" শ্রীকৃষ্ণের অন্যবিধ সেবাকার্যে অনুরাগ ও ব্যস্ততাবশতঃ যদি কদাচিৎ সন্ধ্যা উপাসনাদি কর্ম উপেক্ষিত হয়, তাহাতে কোন অপরাধ হয় না; বরং সেবাপরায়ণতাবশতঃ এবং সাধু-গুরু-মুখে শুদ্ধ হরিকথা-পাঠ কীর্ত্তনাদি শ্রবণের জন্য উপেক্ষা করাই উচিত।*

ইতি পঞ্চাঙ্গ শ্রীবিষ্ণু-পূজা॥

শ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতি

‘ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংমাদি শরণং প্রপদ্যে।’’
‘‘বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যান্তে হৃদয় সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে।।’’

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রণাম

নমস্তে নরসিংহায় প্রহলাদাহলাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে।।

শ্রীপুরুষসূক্তমন্ত্রে ভগবৎ পূজাবিধি

১। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।
ইতি আসনম্।।

২। ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভুতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদ্ অন্নেনাতিরোহতি।।
ইতি স্বাগতম্।।

১। (হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী) পুরুষ (দ্বিতীয় পুরুষাবতার, নারায়ণ) সহস্র (অনন্ত) মস্তকবিশিষ্ট, সহস্রনয়ন ও সহস্রচরণ। ইনি সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করিয়া এবং দশাঙ্গুল (পুরুষ) অর্থাৎ জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রাদেশমাত্র অন্তর্যামী পুরুষকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান।

৩। ওঁ এতাবান্ অস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদ্ অস্যামৃতং দিবি॥
ইতি পাদ্যম্॥

৪। ওঁ ত্রিপাদ্-ঊর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিশ্বঙ্‌ব্যক্রামৎ শাসনাঽনশনে অভি॥
ইতি অর্ঘ্যম্॥

৫। ওঁ তস্মাৎ বিরাড় অজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিং অথো পুরঃ॥
ইতি আচমনীয়ম্॥

২। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, (বা বিশ্ব) সেই পুরুষই (সেই পুরুষের প্রকাশ)। কিন্তু পুরুষ স্বয়ং অমৃতত্বের অধীশ্বর, যে অমৃতত্ব (নিত্যত্ব) অন্নের দ্বারা বর্দ্ধমান (জড়, অনিত্য) সত্তার অতীত এবং তদবসানেও বিদ্যমান।

৩। এই পুরুষের মহিমা বা বিভূতি এতদূর যে, সমগ্র ভূত-জগৎ ইঁহার বিভূতির এক চতুর্থাংশমাত্র (কিন্তু নশ্বর)। ইঁহার বিভূতির অপর তিন-চতুর্থাংশ অমৃত বা নিত্য এবং দিব্যধামে (মায়াতীত পরব্যোমে) অবস্থিত। অথচ এই পুরুষ স্বয়ং এতৎসমস্ত-বিভূতি অপেক্ষাও মহান্।

৪। ঊর্দ্ধে অর্থাৎ পরব্যোমের ত্রিপাদবিভূতির (প্রকাশের) সহিত সেই পুরুষ বৈকুণ্ঠে (ঊর্দ্ধে) নিত্য বিরাজমান। এই ভূতব্যোমে অর্থাৎ জড় বিশ্বে তাঁহার পাদ বিভূতি পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি শাসন (অশনসহিত) অর্থাৎ নিত্য-অমৃত-জগৎ ও অনশন (অশন-রহিত) অর্থাৎ অনিত্য নর-জগৎ—এই উভয় জগৎ ব্যাপিয়া সর্ব্বতোভাবে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন।

৬। ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত সংভূতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যান্ আরণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।।
ইতি মধুপর্কঃ।।

৭। ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ স্যমানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদ্ অজায়ত।।
ইতি স্নানম্।।

৮। ওঁ তস্মাদ্ অশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাৎ জাতা অজা বয়ঃ।।
ইতি বস্ত্রম্।।

৫। তাঁহা (পুরুষ) হইতে বিরাড়্রূপের (পুরুষের স্থূলদেহরূপ বিশ্বরূপের) প্রকাশ। সহস্রশীর্ষা পুরুষ এই বিরাড়্দেহের অধিষ্ঠান। এই প্রকাশিত বিশ্বরূপ অগ্রে পশ্চাতে ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অগ্র-পশ্চাৎ এই প্রকাশিত বিরাড়্রূপের (বিশ্বরূপের) অতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

৬। সেই পুরুষ সকলের যজনীয় দ্রব্যময় যজ্ঞস্বরূপ। সেই যজ্ঞস্বরূপ পুরুষ হইতে (সর্বত্র বর্ষণশীল আজ্য সমুৎপন্ন অর্থাৎ সর্বত্রাবস্থিত ভোগ্যজাত তাঁহা হইতে প্রাপ্ত। গ্রাম্য, আরণ্য ও আন্তরিক (বায়ব্য) জীবসকল তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

৭। সর্বজনোপাস্য যজ্ঞরূপ পুরুষ হইতে ঋক, সাম, যজুঃ প্রভৃতি বেদসকল উৎপন্ন হইয়াছেন।

৯। ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতং অগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥
ইতি যজ্ঞসূত্রম্॥

১০। ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিং অস্য কৌ বাহূ কা ঊরু পাদা উচ্যতে॥
ইতি অলঙ্কারঃ॥

১১। ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখং আসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরু তদ্ অস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥
ইতি গন্ধঃ॥

৮। তাঁহা হইতে অশ্বসকল, উভয় দন্তপংক্তিবিশিষ্ট প্রাণিসকল গো-সকল, অজা ও পক্ষিসকল সমুৎপন্ন হইয়াছে।

৯। সর্ব্বাগ্রে জাত সেই যজ্ঞরূপী পুরুষকে যাজ্ঞিকগণ (প্রসারিত যজ্ঞীয়) কুশোপরি প্রোক্ষিত করিয়াছেন। সেই যজ্ঞরূপী পুরুষের (যজ্ঞপুরুষের) দ্বারা অর্থাৎ সেই পুরুষ যজ্ঞরূপ হওয়াতে দেবগণ, সাধুগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১০। (তত্ত্বদর্শী যোগীগণ) পুরুষের স্থূলরূপ (বিরাড়্গপ) যে মন-ধারণা করিলেন তাহাতে পুরুষের (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের) কত প্রকারে (কি প্রকারে) কল্পনা করিয়াছিলেন? অর্থাৎ পুরুষের বিরাড়্রূপের কল্পনা কিরূপ? কাহাকে ইঁহার মুখ, বাহু, ঊরু ও চরণ বলা হয়?

১২। ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদ্ ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত।।
ইতি পুষ্পম্।।

১৩। ওঁ নাভ্যা আসীদ্ অন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন।।
ইতি ধূপঃ।।

১৪। ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞং অতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ হবিঃ।।
ইতি দীপঃ।।

১১। (যোগীগণ) ব্রাহ্মণকে ইঁহার মুখ, ক্ষত্রিকে বাহু কল্পনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা বৈশ্য, তাঁহারা ইঁহার উরু, ইঁহার পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।

১২। ইঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল।

১৩। ইঁহার নাভি হইতে অন্তরীক্ষ (ভুবলোক) হইল মস্তক হইতে স্বর্গ (স্বর্গলোক) প্রকাশিত হইল, পদদ্বয় হইতে ভূমি (ভূলোক) এবং শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিকসকল উৎপন্ন হইল। এইরূপে তাঁহা দ্বারা সকল লোকের (চতুর্দ্দশ-ভুবনের) কল্পনা করিয়াছিলেন।

১৫। ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।।
ইতি নৈবেদ্যম্।।

১৬। ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞং অযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।
ইতি নমস্কার।।

সেবাপরাধ

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনকারীকে নিম্নলিখিত সেবাপরাধ-সকল হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

১৪। দেবতাগণ যে হবিরূপ (যজ্ঞীয়দ্রব্যসামগ্রীরূপ) পুরুষের দ্বারা যজ্ঞ বিস্তার (সম্পাদন) করিয়াছিলেন, (তাহাতে) বসন্তঋতু আজ্য বা ঘৃত, গ্রীষ্মঋতু কাষ্ঠ বা সমাধি এবং শরৎঋতু হবিঃ বা হবনীয় দ্রব্য হইয়াছিলে।

১৫। দেবগণ যে যজ্ঞ (অনুষ্ঠান) করিয়া পুরুষকে রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ কোন পশুর ন্যায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞের সাতটি পরিধি (গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ) এবং একবিংশতি সমিধ্ ব্যবস্থিত আছে।

১৬। দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের যজন (উপাসনা) করিয়াছিলেন। সেই সকল অনুষ্ঠান (লোকের) প্রাথমিক (বা মুখ্য) ধর্ম্ম। পুরুষের (নারায়ণের) মহিমা-স্বরূপ সেই সকল দেবগণ যথায় পূর্বতন সাধুগণ বিরাজমান, সেই স্বর্গে সমবেত আছেন (অর্থাৎ বাস করেন) অথবা সেই স্বর্গের সেবা করেন।

আগমোক্ত—(১) যান অর্থাৎ শিবিকাদি যোগে এবং কোন পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক ভগবদ্‌গৃহে গমন। (২) ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভগবানের জন্মাদি-যাত্রা মহোৎসব না করা। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে — (৩) প্রণাম না করা (৪) একহস্তে প্রণাম (৫) প্রদক্ষিণ (৬) পাদ-প্রসারণ (৭) পর্য্যঙ্ক বন্ধনপূর্ব্বক অর্থাৎ হস্তদ্বয়দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন (৮) শয়ন (৯) ভোজন (১০) মিথ্যা ভাষণ (১১) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা (১২) পরস্পর ইতর কথার আলোচনা (১৩) রোদন (১৪) কলহ (১৫) কাহারও প্রতি নিগ্রহ (১৬) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ (১৭) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার (১৮) পরনিন্দা (১৯) পরস্তুতি (৩০) অশ্লীল বাক্য ব্যবহার (২১) অপানবায়ু পরিত্যাগ (২২) অন্যকে অভিবাদন (২৩) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন (২৪) তাম্বুল চর্ব্বণ (২৫) উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে ও অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনাদি (২৬) লোমকম্বল ধারণ করিয়া সেবাকার্য্যাদি করা (২৭) সামর্থ্যসত্ত্বেও অল্প উপচারে বা অল্পব্যয়ে পূজা উৎসবাদি করা অর্থাৎ বিত্তশাঠ্য (২৮) অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ (২৯) যে কালের যে ফল শস্য প্রভৃতি দ্রব্য, তাহা সেই সেই সময়ে ভগবানকে না দেওয়া (৩০) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অপরকে দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য ভগবানকে দেওয়া (৩১) গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান (৩২) গুরুদেবের সম্মুখে নিজের প্রশংসা (৩৩) দেবতানিন্দা।

বরাহপুরাণোক্ত — (৩৪) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করা (৩৫) বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বারা উদঘাটন (৩৬) বিধি উলঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির সেবা (৩৭) কুক্কুরদৃষ্ট দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন (৩৮) পূজাকালে মৌনী না থাকা (৩৯) দন্তধাবন না করিয়া পূজা (৪০) অযোগ্য পুষ্পে পূজা (৪১) স্ত্রীসম্ভোগান্তে পূজা (৪২) রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শপূর্ব্বক পূজা (৪৩) শবস্পর্শপূর্বক পূজা (৪৪) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, অন্যের ব্যবহৃত ও মলিন বস্ত্র পরিয়া পূজা (৪৫) মৃতদর্শনান্তে

পূজা (৪৬) ক্রোধ করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ ও সেবা করা (৪৭) শ্মশানে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহসেবা (৪৮) গাত্রে তৈল মাখিয়া শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ ও সেবা (৪৯) এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্প দ্বারা পূজা (৫০) ভূমিতে বা পীঠে উপবেশনপূর্ব্বক পূজা (৫১) বাসি বা যাচিত পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চন (৫২) পূজাকালে নিষ্ঠিবন ত্যাগ (৫৩) নিজে বড় পূজক বলিয়া অভিমান (৫৪) তির্যক্‌পুণ্ড ধারণ (৫৫) পাদ প্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ (৫৬) স্নান করাইবার সময় বামহস্তদ্বারা শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শ (৫৭) অবৈষ্ণবপাচিত অন্ন শ্রীভগবানকে নিবেদন (৫৮) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহের পূজা (৫৯) ঘর্মাক্তদেহে পূজা (৬০) কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা (৬১) নির্ম্মাল্য উলঙ্ঘন (৬২) ভগবানের নাম লইয়া শপথ (৬৩) ভগবদ্‌-প্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদরপূর্ব্বক অন্য শাস্ত্রে সমাদর।

নামাপরাধ

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনূতে, যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং, ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।। গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনং তদার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্। নাম্নোবলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈহি শুদ্ধিঃ।। ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।। অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃন্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।। শ্রুত্বাপি নামমাহাত্মং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।। অহংমমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ।। জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদেতু কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম্ তদেকশরণো ভবেৎ। নামপরাধ যুক্তানি নামান্যেব হরস্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যৎ।।"

(পঃ পুঃ স্বর্গখণ্ডে ৪৮ অধ্যায়)

অর্থ ঃ (১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; যে সকল নামপরায়ণ সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনাম-মহিমা প্রসিদ্ধি লাভ করেন (প্রচারিত হন), শ্রীনামপ্রভু সেই সকল সাধুনিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? অতএব সাধুনিন্দা নামাপরাধ; (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদদর্শন করেন অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নাম-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন এইরূপ বুদ্ধি করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বীজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার সেই নামের ছলে নামাপরাধ নিশ্চয়ই অহিতকর; (৩) নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্যবুদ্ধিমূলে অসূয়া; (৪) বেদ ও শাশ্বত-পুরাণাদির নিন্দা; (৫) হরিনাম মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি এবং (৬) ভগবন্নামসমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা—নামাপরাধ; (৭) যাহার নামবলে পাপ আচরণে বুদ্ধি হয়, বহু যম, বহু নিয়ম, ধ্যানধারণাদি কৃত্রিম যোগ প্রক্রিয়া দ্বারা সেই অপরাধীর নিশ্চয়ই শুদ্ধি হয় না; (৮) ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নাম গ্রহণকে সমান বা তুল্যজ্ঞান করাও অনবধান বা প্রমাদ,—উহাও নামাপরাধ; (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ দান, তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকট অপরাধ; (১০) যে ব্যক্তি নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীনামগ্রহণ শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী। অনবধানতাবশতঃই হউক কিংবা যে কোনো প্রকারে হউক, নামাপরাধ ঘটিলে নামৈকশরণ হইয়া নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তনই করিতে হইবে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপনাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রীনাম প্রয়োজনসাধকও হইয়া থাকেন অর্থাৎ নামাপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণফলে নামের ফল যে কৃষ্ণপ্রেমা—তাহা লাভ হইয়া থাকে।

কোন প্রকারে অসাবধানবশতঃ নামাপরাধ হইলে শ্রীনামের একান্ত শরণাগত হইয়া অবিশ্রান্তভাবে শ্রীনামকীর্ত্তন শ্রীনামই সমস্ত অপরাধ হইতে মোচন করেন।

❑ ❑ ❑

ধামাপরাধ

(১) ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা (২) ধামকে অনিত্যবোধ (৩) ধামবাসী ও ধাম ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতি-বুদ্ধি (৪) ধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদি অনুষ্ঠান (৫) শ্রীধামসেবাচ্ছলে শ্রীধাম বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন (৬) শ্রীধামকে জড় মনে করিয়া জড়দেশ বা অন্য দেবতীর্থের সহিত সমজ্ঞান ও পরিমাণ চেষ্টা (৭) ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান (৯) শ্রীধাম মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রের নিন্দা (১০) ধামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

●

ধ্যানমালা

নবদ্বীপের ধ্যান

স্বর্ধূন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎকূর্ম্মপৃষ্ঠাভগাত্রম্, রম্যারামৈঃ স্ফুরদ্ভিঃ কনকমণি-গণৈর্ব্বেষ্টিতং চারুশোভং। নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎপ্রণয়ভরলসৎ-কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনাট্যং, শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বপমীড়ে॥ ১২৮॥

মন্ত্রঃ—ওঁ নবদ্বীপায় নমঃ।

বেদব্যাসের ধ্যান

তং বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠিতশুদ্ধবুদ্ধিং চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্রনুতং কবীন্দ্রম্। কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গজটাকলাপং, ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্॥ ১২৯॥

বৃন্দার ধ্যান

গাঙ্গেয়চাম্পেয়তড়িদ্‌বিনিন্দি-রুচিপ্রবাহস্নপিতাত্মবৃন্দে।
বন্ধুকবিদ্যোতিভদিব্যবাসে, বৃন্দে ভজে ত্বচ্চরণারবিন্দম্॥ ১৩০॥

মন্ত্রঃ—হ্রীঁ বৃন্দায়ৈ নমঃ।

ধরাদেবীর ধ্যান

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং শরচ্চন্দ্রসমপ্রভাম্। চন্দ্রনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বভূষণভূষিতাম্। রত্নাধারাং রত্নগর্ভাং রত্নকরসমন্বিতাম্। বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানাং সস্মিতাং বন্দিতাং ভজে॥ ১৩১॥

মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বাঁ বসুধায়ৈ স্বাহা।।

রেবতীর ধ্যান

শ্রীমদ্রামমুখাম্বুজার্পিতদৃশং তদ্বামভাগে স্থিতাম্। গৌরাঙ্গীং বিশদস্মিতাঢ্যবদনাং রত্নাদিভূষাযুতাম্। হস্তাগ্রেণ সুবারুণীচষকতঃ সন্তর্পয়ন্তীং

প্রিয়ম্।। তাং কৃষ্ণাগ্রজবল্লভাং সুনয়নীং শ্রীরেবতীং সংশ্রয়ে।। ১৩২।। মন্ত্রঃ—হ্রীঁ রেবত্যৈ নমঃ।

সুভদ্রার ধ্যান

সুভদ্রাং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণীম্। বিচিত্রবস্ত্রসংচ্ছন্নাং হারকেয়ুরশোভিতাম। বিচিত্রাভরণোপেতাং মুক্তাহারবিলম্বিতাম্। পীনোন্নতকুচাং রম্যামাদ্যাং প্রকৃতিরূপিকাম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্তামাম্বিকাং পরাম্।। ১৩৩।। মন্ত্রঃ—হ্রীঁ সুভদ্রায়ৈ নমঃ।

ধ্যান-মালা সমাপ্ত।

সরস্বতীর প্রণাম—সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে।।

গঙ্গার প্রণাম—সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।।

কৃষ্ণের প্রণাম—কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

রাধিকার প্রণাম—নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং। বৃষভানুসুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূম্।।

বলদেবের প্রণাম—নমস্তে তু হলগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ। নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল। নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর। প্রলম্বারে নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণ-পূর্ব্বজ।।

লক্ষ্মী-গায়ত্রী—মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ।।

সরস্বতী-গায়ত্রী—বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।

বিষ্ণু-গায়ত্রী—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

নারায়ণ-গায়ত্রী—নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

নৃসিংহ-গায়ত্রী—বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ ॥

গোপাল-গায়ত্রী—কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

রাম-গায়ত্রী—দাশরথয়ে বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি, তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ ॥

সূর্য্য-গায়ত্রী—আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি, তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ ॥

শিব-গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি, তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥

কাম-গায়ত্রী—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি, তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥

জয়ধ্বনি

শ্রী শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ কি জয়। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাম কি জয়। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কি জয়। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস শ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কি, জয়। নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট পরমহংস সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি জয়। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কি, জয়। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কি জয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কি জয়। শ্রীল নিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভুত্রয় কি, জয়। জয় রূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাসরঘুনাথ ষড়গোস্বামীপ্রভু কি জয়। শ্রীল নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর কি জয়। অষ্টোত্তর শত শ্রীমদভক্তি সুহৃদ অকিঞ্চন গোস্বামী মহারাজ কি জয়।

বর্তমান সংঘ্যাচার্য্য

শ্রীমৎ ভক্তি প্রসাদ সাধু গোস্বামী মহারাজ

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

✪

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

✪

কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার 'নাম'—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥

শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘের

প্রকাশিত গ্রন্থ

১। প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ	১৮.০০
২। গীতি মঞ্জুষা	১৫.০০
৩। ইম্‌লিতলা মাহাত্ম্য	৪.০০
৪। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য	১০.০০
৫। নবদ্বীপ-ধাম মাহাত্ম্য	৭.০০

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥